ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-96 ■ 11 January, 2025 ■ আগরতলা ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৬ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের সাতটি স্থানে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। আজ ত্রিপুরার সাতটি স্থানে একযোগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) হানা দিয়েছে। মূলত, আর্থিক অনিয়ম ও মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকালে ছয়টা থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত কার্যক্রম চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করতে বিপুল পরিমাণ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বিদেশী অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত সন্দেহজনক ব্যাঙ্কিং কার্যকলাপ সহ বড় আকারের অবৈধ আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

আজ সিপাহীজলা জেলায় উত্তর কালামচৌড়ায় বাসিন্দা অপু রঞ্জন দাস (৩৮), রামপদ পাড়ায় বাসিন্দা বিশু ত্রিপুরা এবং বিশালগড়ে তাপস দেবনাথের (৪২) বাড়িতে অভিযান চালায়।তাছাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বড়দোয়ালীর বণিক পাড়ায় বাসিন্দা দেবব্রত দে (৪৩), নন্দননগর সরকার পাড়ার বাসিন্দা কামিনী দেববর্মা (৫২) এবং টাউন শিব নগরে বাসিন্দা লিটন সাহার (৪৬) বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।তাছাড়া, পুলিশ কর্মী ধ্রুব মজুমদারের শ্বশুর তথা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী অমল বৈদ্যের উদয়পুর পুলিশ লাইনস্থিত বাড়িতেও ইডি'র অভিযান চালিয়েছে। প্রায় ২৫০ জন সিআরপিএফ জওয়ানকে নিয়ে ব্যবসায়ীদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।

এদিকে, শুক্রবার ভোর তিনটায় বিশালগড় আমবাগানের বাসিন্দা তাপস দেবনাথের বাড়িতে আচমকা হানা দেয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর দল। ভোর থেকে তাপস দেবনাথের বাড়ির চতুর্দিকে ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীদের দিয়ে। ভোর ৩ঃ০০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। যদিও সাংবাদিকদের সামনে ইডি সহ অন্যান্য কোন কর্মী মুখ খুলতে রাজি হয়নি।

কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে তাপস দেবনাথের বাড়ি। কাউকে বাড়ির মূল ফটকের কাছেও যেতে দেওয়া হয়নি এমনকি বাড়ি থেকে বের হতেও দেওয়া হয়নি। প্রায় তের ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ইডি এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে তাপস দেবনাথের বাড়ি থেকে কোনরকম অর্থনৈতিক অপরাধের সাথে যুক্ত কোন তথ্য পায়নি। তাপস দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পরিষ্কার এই কথাই বলেন সাংবাদিকদের সাথে। পরবর্তী সময়ে ইডি এবং সিআরপিএফ বাহিনীর দল তার বাড়ি থেকে চলে যায়। যদিও তাপস দেবনাথের বাড়িতে তল্লাশি সম্পর্কে কোন মুখই খোলেননি কোন আধিকারিক। সূত্রের খবর বিশালগড়ে আরো চার, পাঁচজনের বাড়িতে হানা দিতে পারে ইডি। তার মধ্যে থাকতেও পারে কোন রাজনৈতিক নেতার নামও। সকাল সকাল ইডি ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর এমন অভিযানে একপ্রকার হতবাক হয়ে পড়ে এলাকাবাসী।

মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব, বিল পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। নতুন বছর ত্রিপুরায় মন্ত্রী ও বিধায়কদের পাশাপাশি বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যদের জন্য বিরাট উপহার নিয়ে হাজির হয়েছে। তাঁদের বেতন-ভাতায় ব্যাপক বৃদ্ধি হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত বিল আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনে দ্বিতীয়ার্ধে পেশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বেতন-ভাতায় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির প্রস্তাব সংবলিত একটি বিল আজ রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। বিলটি বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য ভাতার ব্যাপক বৃদ্ধি প্রস্তাব করছে। একই সঙ্গে, পেনশনের জন্য ন্যূনতম সাড়ে চার বছর কাজের শর্তও বিল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

"বিধায়ক, মন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলনেতা, সরকারী চিফ হুইপ এবং অন্যান্য সদস্যদের বেতন, ভাতা, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা (ত্রিপুরা) (নবম সংশোধনী) বিল, ২০২৪" শিরোনামের এই বিলটি বেশ কিছু প্রধান ক্ষেত্রে বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। বিলের খসড়া অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী এখন থেকে ৯৭,০০০ টাকা বেতন পাবেন, উপ মুখ্যমন্ত্রীর বেতন হবে ৯৬,০০০ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলনেতা এবং সরকারী চিফ হুইপের বেতন হবে ৯৫,০০০ টাকা। ডেপুটি স্পিকারের বেতন মন্ত্রীদের থেকে ১,০০০ টাকা কম এবং বিধায়কদের বেতন হবে ৯৩, ০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিনোদন ভাতা ১৩,০০০ টাকা এবং অন্যান্যদের জন্য ১২,০০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালে প্রথম বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কার্যকর হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রীর বেতন ছিল ৫৩, ৬৩০ টাকা এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর বেতন ছিল ৫২,৬৩০ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী, স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতার বেতন ছিল ৫১,৭৮০ টাকা। চিফ হুইপ ৫০, ৫১০ টাকা এবং বিধায়কের বেতন ছিল ৪৮,৪২০ টাকা। নতুন বিলটি বিধানসভার সদস্যদের জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। ভ্রমণ ভাতা প্রতি কিলোমিটার ২৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দৈনিক ভাতা ত্রিপুরার মধ্যে ১,১০০ টাকা এবং ত্রিপুরার বাইরে ১,৫০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।পেনশন সংক্রান্ত একটি বড় পরিবর্তনও বিলটিতে রয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন ৩৪,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় তথ্য

৪০১ জন সহকারি অধ্যাপক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। কলেজগুলিতে শিক্ষকের অভাব মোকাবিলায় স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই ৪০১টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনে সিপিএম বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, আমরা ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সহকারী অধ্যাপক পদে ২০১টি পরীক্ষার আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেছি। এর পাশাপাশি, আরও ২০০টি সহকারী অধ্যাপক পদ পূরণের জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তাতে অর্থ দফতরের সম্মতিও মিলেছে। তাই, শীঘ্রই প্রক্রিয়া শুরু হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ৩১টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে বর্তমানে ৭২,০০৯ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। এই কলেজগুলিতে পিজিটি, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং সহকারী প্রফেসর সহ মোট ৭৮৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। ইউজিসি নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতি ৬০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মনমোহনকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশনে আজ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডা. মনমোহন সিং-এর স্মরণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এদিন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ ত্রিপুরার বিধানসভার সকল সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেছেন।

প্রয়াত ডা. মনমোহন সিং-এর স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর বেদনা ও শোকের সাথে জানাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডা. মনমোহন সিং গত ২৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাড ৯টা ৫১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় দীর্ঘদিন ভুগছিলেন।

প্রসঙ্গত, ড. মনমোহন সিং ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুরুমুখ সিং এবং মাতা অমৃত কৌর। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার ভারতে চলে আসে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে অশান্তি চলছে, শান্তি ফিরলে আগরতলা থেকে বিমান পরিষেবা চালু হবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে আগরতলা থেকে দু-দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। ওপারে শান্তি ফিরলেই বাংলাদেশের সাথে বিমানপথে যুক্ত হবে আগরতলা। আজ এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটির বৈঠকে পৌরহিত্য করেন।

বৈঠকের শুরুতেই বিগত দিনের পারিপার্শ্বিক অবকাঠামোগত অব্যবস্থা ও তৎকালীন রাজ্যের সার্বিক অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে কৌশলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের প্রশংসা করে কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন কমিউনিস্টরা ত্রিপুরাকে পিছিয়ে রেখেছিল। মানুষকে ভালো তারা করেন নি। তবে এর আগেও কমিউনিস্ট পার্টিকে তীব্র আক্রমন করলেও মানিক সরকারকে সম্মান জানিয়ে কথা বলে এসেছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীদেব বলেন, প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর অন্তর বিমানবন্দরের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে হৈচৈ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে হৈচৈ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়। অধ্যক্ষের তাতে অসম্মতির কারণে তিনি এদিন ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে, একা চিৎকার করে তিনি বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি। ফলে, বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) রিপোর্ট এদিন ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়েছে।

শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভায় বিরোধী দল সিপিএম এবং কংগ্রেস শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সময়ের অভাবে জনগণের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনার জন্য সময় পাওয়া যায়না। বিজনেস এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়ার সময় কংগ্রেসের বরিষ্ঠ বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ জানান, ১৩তম বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে বেশি সময় আলোচনা করার জন্য বরাদ্দ করা হোক। তিনি বলেন, বর্তমান অধিবেশনে অন্তত দুটি অতিরিক্ত দিন যোগ করা হোক। তবে, তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করা হয়নি।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই অধিবেশন সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে কারণ বিএসি-র বৈঠকে সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা একমত হয়েছিলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাম্পি স্কিন ডিজিজে রাজ্যে ৩ বছরে ১২৬টি গবাদি পশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। লাম্পি স্কিন ডিজিজের প্রকোপে রাজ্যে তিন বছরে ১২৬টি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডির)-এর কারণে গবাদি পশুর মৃত্যুর গড় সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১২৬টি।

এদিন মন্ত্রী সুধাংশু জানিয়েছেন, রাজ্যে এলএসডির কারণে গরুর স্বাস্থ্যগত ক্ষতির উপর সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি। তবে তিনি এও বলেন, রোগাক্রান্ত গরুর দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। এর কারণ ছিল, গরুর রোগের কোর্স কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ দিন স্থায়ী হয়েছিল।

তিনি বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর প্রশ্নে সারা দিয়ে জানিয়েছেন, সরকার এলএসডির রোগের কারণে গবাদি পশু হারিয়েছেন এমন কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এক্ষেত্রে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১৮৭ জন, এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০,১২,০০০/- টাকা।

এসবের পাশাপাশি মন্ত্রী সুধাংশু জানিয়েছেন, রাজ্যে পরিত্যক্ত গরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমান লিপি

টিএসএফ'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আগরতলা সার্কিট হাউজ গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভে দেখিয়েছে টিএসএফ। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন বিধানসভামুখী মন্ত্রীদের কনভয় দেখে গো-ব্যাক স্লোগান দিয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা। ওই ঘটনাকে ঘিরে প্রচুর পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে শুরু হলো বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই ককবরক ভাষা রোমান হরফের দাবিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ সংক্রান্ত ৪২৯টি মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে ৫০২৬৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উদ্বেগের বিষয়, ধর্ষণ সংক্রান্ত ৪২৯টি মামলা এখনো নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিপিএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন আইনমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের আদালতগুলোতে মোট ৫০২৬৮টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে দেওয়ানি মামলা ১৩১০৮টি এবং ফৌজদারি মামলা ৩৭১৬০টি রয়েছে। ওই বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে উচ্চ আদালতে ৮০৯টি দেওয়ানি এবং ১৩৬টি ফৌজদারী মামলা রয়েছে। তেমনি, নিম্ন আদালতে ১২২৯৯টি দেওয়ানি এবং ৩৭০২৪টি ফৌজদারী মামলা বিচারাধন রয়েছে।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, গত বছরের ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪২৯টি ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা আদালতে বিচারধীন রয়েছে। এর মধ্যে উচ্চ আদালতে ২৮টি এবং নিম্ন আদালতে ৪০১টি মামলা এখনো পর্যন্ত বিচারাধীন রয়েছে। ওই তথ্যে আরও প্রকাশ হয়েছে, গত তিন বছরে মাত্র ১৪৯টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্ব কর বাবদ কেন্দ্র ত্রিপুরাকে দিল ১২২৫.০৪ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। মূলধনী ব্যয় বাড়াতে এবং উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক ব্যয় মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির জন্য ১,৭৩,০৩০ কোটি টাকার কর হস্তান্তর করেছে। যার মধ্যে ত্রিপুরা ১২২৫.০৪ কোটি টাকা পেয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক থেকে এক বিবৃতি জারি এমনটাই জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার আজ রাজ্য সরকারসমূহের জন্য ১,৭৩,০৩০ কোটি টাকার কর রাজস্ব হস্তান্তর করেছে। যেখানে গত ডিসেম্বরে ৮৯, ০৮৬ কোটি টাকার রাজস্ব কর হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই অধিকতর মূল্যের অর্থ সহায়তা রাজ্যসমূহের মূলধন ব্যয় ত্বরান্বিত করতে এবং উন্নয়ন ও কল্যাণ সম্পর্কিত খরচ করার জন্য রাজ্যসমূহকে সাহায্য করবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে বাল্যবিবাহে তৃতীয় স্থানে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। ভারতে বাল্যবিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ত্রিপুরা রাজ্য বাল্যবিবাহের প্রবণতায় তৃতীয়স্থানে রয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুযায়ী, ত্রিপুরায় ৪০.১ু বিয়েতে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছেন ধলাই জেলার জেলা শাসক সাজু বাহিদ।

জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার শিশু নির্দিষ্ট আইন কার্যকর ও বাস্তবায়নের উপর একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধলাই জেলার জেলাশাসক বলেন, ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহের সমস্যা এখনও মারাত্মক, এবং তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরায় তাঁর কর্মকালীন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, "গত এক বছর ধরে, আমি ধলাই জেলায় বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় কাজ করছি। তবে, দক্ষিণ ত্রিপুরায় যা সফলভাবে করেছি, এখানে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে আমি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি"।

তিনি জানান, সেখানে ২১০টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম ছিলেন তিনি। আজ অবধি প্রায় ৫৪০ বাল্যবিবাহ সেখানে বন্ধ করা হয়েছে।

এনএফএইচএস ৫.০ রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলাশাসক জানান, ত্রিপুরায় ৪০.১ু বাল্যবিবাহের ঘটনা রেকর্ড হয়েছে, যা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান। বিহারের ৪০.৮ু এবং পশ্চিমবঙ্গের ৪১.৬ু-এর পরই ত্রিপুরার স্থান। জাতীয় গড় ২৩.৩ু-এর তুলনায় এটি অনেক বেশি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার হার সবচেয়ে বেশি, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার যথাক্রমে - আসাম ৩১.৮ু, মিজোরাম ৮ু, মণিপুর ১৬ু, নাগাল্যান্ড ৫.৬ু, সিকিম ১০.৮ু, এবং মেঘালয় ১৬.৯ু।'

ধলাই জেলাশাসক আরো বলেন, ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহের সমাজিক সাধারণীকরণ উদ্বেগজনক। সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন 'বালিকা মঞ্চ' সামাজিক মোবাইল গ্রুপে ১৩ বছর বয়সী একটি মেয়ের গর্ভবতী হওয়ার খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আকস্মিকভাবে মৃত্যু বহিঃ রাজ্যের শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জানুয়ারি । উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ফেরিওয়ালার। তার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত ধর্মনগর এলাকায় থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা রতন দাস উনি উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কাপড় ফেরি করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১১ জানুয়ারি ২০২৫ ইং
২৬ পৌষ শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

খয়রাতির রাজনীতি

দেশের রাজধানী দিল্লিতে খয়রাতির রাজনীতি শুরু হইয়াছে। ভোটারদের প্রবুদ্ধ করিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা প্রকল্প নিয়া হাজির হইতেছে। তাহাদের মূল লক্ষ্যই হইল নির্বাচনী বহিতরণী পার হওয়া। কেজরিওয়ালের পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও একই কৌশল নিতে শুরু করিয়াছে। কংগ্রেস দল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়া হাজির হইয়াছে। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোটারদের মন জয় করিবার কৌশল গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে।

বিনামূল্যের রেউরি-র ভরসায় দিল্লির দুর্গ দখলে মরিয়া এবার বিজেপিও। ২১০০ টাকা মহিলা সম্মান যোজনা, পুরোহিত ও গ্রন্থীদের ভাতার মতো একাধিক খয়রাতির প্রকল্প সামনে রাখিয়া আসন্ন ভোটযুদ্ধে নামিয়াছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। তাহাদের দেখাদেখি কংগ্রেসও প্যায়ারে দিদি, জীবন রক্ষা যোজনার মতো প্রকল্পের ডালি সাজাইয়া প্রচারের কৌশল তৈরি করিয়াছে। ঝাড়ু ও হাত শিবিরকে দেখিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া এইবার ভোটারদের মন পাইতে বিজেপিও একই কৌশল নিতে শুরু করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কৌশল জাতীয় রাজধানীতে ব্যবহার করিতে তৎপরতা বাড়াইতেছে বিজেপি। মহিলাদের ভোট পাইতে বিজেপি মধ্যপ্রদেশের জনপ্রিয় 'লাডলি বহেনা যোজনা' মডেলকে কার্যকর করিতে চলিয়াছে।শুধু তাই নয়, ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে পানীয় জল দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হইতে পারে বিজেপির ইস্তাহারে। তবে সবথেকে তাতর্যপূর্ণ হইল কেজরিওয়ালকে হারাইতে বিজেপি এইবার মহিলা মুখের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব রাখিতে পারে। সেক্ষেত্রে এবার বিজেপির প্রার্থীতালিকায় অন্তত ৪১ শতাংশ মহিলা মুখ রাখা হইতে পারে। দিল্লির ৭০টির মধ্যে ২৯টি আসনে প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করিয়াছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির পরবর্তী প্রার্থীতালিকায় সবচেয়ে বড় নাম হওয়ার সম্ভাবনা দলের বিতর্কিত নেত্রী নূপুর শর্মার। দলীয় সূত্রে দাবি, দল তাঁহাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থী করিতে পারে। প্রাক্তন সাংসদ মীনাক্ষী লেখিকে কস্তুরবানগর আসন থেকে প্রার্থী করা হইতে পারে। একইসঙ্গে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষবর্ধনকেও প্রার্থী করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের আখেরে গোছাতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিল কার্যত সেগুলি কতখানি বাস্তবায়িত হইবে তাহা বুঝা যাইবে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোটারদের প্রলব্ধ করিয়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া চাইতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার হইবার পর ঐসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হইলে গণদেবতারা এর যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

বাঁকুড়ায় সিলিন্ডারে বিস্ফোরণে বাড়িতে আগুন, দগ্ধ হয়ে মৃত দম্পতি

বাঁকুড়া, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বাঁকুড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল একটি বাড়িতে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার লালবাজারের মাঝিপাড়া এলাকায়। ভয়াবহ বিস্ফোরণে আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের বাইরে এসে দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে তাঁদেরই এক প্রতিবেশীর বাড়ি। ভয়াবহ বিস্ফোরণের জেরে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক প্রৌঢ় দম্পতির।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রায় রাত ১২টা নাগাদ ওই বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, বাড়ির একটি দেওয়ালও ভেঙে পড়ে। ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় নিতাই পাল (৬৫) ও মিনা পাল (৬০)-এর। এছাড়া পরিবারের আরও তিন সদস্য গুরুতর জখম হয়েছেন।

আগুন লাগতে দেখেই ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনার খবর শুনেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকলও। মৃতদের পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুম্বই ম্যারাথন ২০২৫: মো ফারাহ ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : একাধিক অলিম্পিক এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মো ফারাহকে বৃহস্পতিবার রাতে টাটা মুম্বই ম্যারাথনের আন্তর্জাতিক ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর হিসাবে ঘোষণা করেছে। ১৯ জানুয়ারি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই প্রতিযোগিতায় ৬০ হাজার দৌড়বিদ অংশ নেবেন। বিশ্বের সেরা ১০টি ম্যারাথনের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করা, এই ইভেন্টে পুরুষদের বিভাগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হেইলে লেমি বেরহানু এবং শ্রীনু বুগাথা সহ বিশ্বের সেরারা উপস্থিত থাকবেন। মহিলাদের নেতৃত্ব দেবেন আবরাশ মিনসেও এবং ঠাকুর নির্মাবেন। মো ফারাহ বলেন, "আমি টাটা মুম্বই ম্যারাথনের যুগান্তকারী ২০তম সংস্করণের আন্তর্জাতিক ইভেন্ট অ্যাম্বাসেডর হতে পেরে রোমাঞ্চিত।'

সৌদি প্রো লিগ : নতুন বছরে মাঠে নেমেই রোনাল্ডোর গোল

রিয়াদ, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে আল-ওখদুদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। স্পটকিক থেকে গোল করেছেন রোনাল্ডো। বাকি দুটি গোলই করেছেন সেনেগালের তারকা সাদিও মানে। ম্যাচের শুরুটা ভালো হয়নি আল নাসরের। ম্যাচের ৬ মিনিটে আল-ওখদুর-এর স্যাভিয়র গাডউইনের করা গোলে পিছিয়ে পড়ে আল নাসর। তবে স্বাগতিকরা গোল শোধ দিতে বেশিক্ষণ সময় নেয়নি। ২৯ মিনিটে দারুণ এক গোলে সমতা ফেরান সাদিও মানে। ৪২ মিনিটে প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে মানেকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় আল নাসর। সেই স্পটকিক থেকে গোল করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। লিগে এই নিয়ে টানা ৪ ম্যাচে গোল করার ফলে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা হল ৯১৭।

আর নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট আগে স্কোরলাইন ৩-১ করেন মানে। দুর্দান্ত এক হেডে গোলটি করেন সেনেগালিজ তারকা। এই জয়ে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠেছে আল-নাসর। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আল-ইত্তিহাদ। আর সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে আল-হিলাল।

দিল্লিকে অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করেছে বিজেপি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ ততই বাড়ছে। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লিকে অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করেছে বিজেপি।

কেজরিওয়াল এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'দিল্লিতে ডাকাতি, চেন ছিনতাই, গ্যাং ওয়ার ঘটছে; নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বিজেপি দিল্লির মানুষকে ঘৃণা করে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে কোন দেশের কী অস্ত্র আছে?

সৌমিত্র শুভ্র

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বে সামরিক শক্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৭ তম। সামরিক খাত নিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা করে, বিশ্বে সুপরিচিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার প্রতি বছর সামরিক শক্তির বিচার করে একটি তালিকা বা ইনডেক্স প্রকাশ করে। এতে বিশ্বে ১৪৫টি দেশের সামরিক শক্তির বিচার করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের তথ্যে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ৪০ তম, অর্থাৎ গত এক বছরে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে জানানো হয়েছিল, সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে রাশিয়া, চীন, তুরস্ক, ভারতসহ সমরাস্ত্র শিল্পে উন্নত বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র কেনা হচ্ছে। বিমান, ট্যাংক, সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেমসহ "অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের" কথা জানানো হয়েছিল সেসময়। অস্ত্রের জন্য বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই চীনের ওপর নির্ভরশীল। তবে সম্প্রতি তুরস্কসহ পশ্চিমা কয়েকটি দেশ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

সুইডেনের স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে অস্ত্র আমদানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ২৮তম।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাণ্ডারে কী ধরনের সমরাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে, সেসব অস্ত্র কোন কোন দেশ থেকে কেনা হয়েছে এবং অস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় - সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টারক্ষ্ম বাংলাদেশের বিমানবাহিনীতে দুই ধরনের মানে আধুনিক এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার, উড়োযানের উপস্থিতি আছে বলে জানাচ্ছে সামরিক তথ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়্যার পাওয়ার বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বহরে ২১২টি বিমান আছে, যেখানে যুদ্ধ বিমান রয়েছে ৪৪টি। এর মধ্যে চিনের নির্মিত এফ সেভেন যুদ্ধবিমান আছে ৩৬ টি। এই মডেলগুলো কিছুটা পুরনো। আর সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি আটটি মিগ-টোয়েন্টি নাইন রয়েছে বহরে। এছাড়াও আছে ১৪ টি ইয়াক-১৩০ বিমান যেগুলো প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হলেও হালকা আক্রমণ চালানোর উপযোগী। রাশিয়া থেকে বিমানগুলো কেনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। চিনের এফটি সেভেন প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান, যুক্তরাষ্ট্রের লকহিডের দুটি সিরিজের কৌশলগত পরিবহণ বিমানও আছে বাহিনীতে।

বিমানবাহিনীর বহরে হেলিকপ্টার রয়েছে ৭৩টি। এর মধ্যে রাশিয়ার এমআই সিরিজের ৩৬টি হেলিকপ্টার আছে। সাথে যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত সেসনা, বেলের বিভিন্ন মডেলের হেলিকপ্টার আছে ২৪ টি। এর পাশাপাশি ফ্রান্স, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া (চেক রিপাবলিক) থেকে কেনা কিছু প্রশিক্ষণ বিমান ও হেলিকপ্টারও ব্যবহার করে বাংলাদেশ। ড্রোনআধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ড্রোন- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কাছে ৪৪ টি ড্রোন রয়েছে বলে জানাচ্ছে ওয়্যার পাওয়ার বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৩৬ টিই স্লোভেনিয়ায় নির্মিত ব্রামর সি ফোর আই। তুরস্কের তৈরি বায়রাক্টার টিবি টু আছে ছয়টি। গত বছরই এগুলো যুক্ত হয়। তবে ২০২২ সালে প্রথমবারের মত সামরিক অস্ত্র বহনে ও হামলায় সক্ষম ড্রোন কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ড্রোনের পাশাপাশি তুরস্ক থেকে কামানের গোলা, রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সাঁজোয়া যান, মাইন থেকে সুরক্ষাকারী যানও কিনেছে বাংলাদেশ। এদিকে, তুরস্কের বায়রাক্টার ছাড়াও ইতালির সিলক্স ফ্যালকো সিরিজের দুটি ড্রোনও আছে বাংলাদেশের বহরে। সাবমেরিন এবং যুদ্ধজাহাজ- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে সাবমেরিন রয়েছে দু'টি। দুটিই চিনের তৈরি এবং ২০১৭ সালে এগুলো নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। ওয়্যারপাওয়ার বাংলাদেশে এই সাবমেরিনগুলোকে "অ্যাটাক সাবমেরিন" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোতে আক্রমণের জন্য টর্পেডোর পাশাপাশি নৌ মাইনও ব্যবহার করা যায়। এছাড়া, গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার অনুযায়ী, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে সব মিলিয়ে নৌযান রয়েছে ১১৭ টি। এর মধ্যে সাতটি ফ্রিগেট বা রণতরী আছে বাংলাদেশের। সাথে আরো আছে ছয়টি কর্ভেট যুদ্ধজাহাজ।

ফ্রিগেটগুলোর চারটির নির্মাতা চীন, দুইটির যুক্তরাষ্ট্র আর একটি দক্ষিণ কোরিয়ার। কর্ভেট জাহাজগুলোর মধ্যে চারটি চীনের, দুটি যুক্তরাজ্যের। ট্যাংক, কামান এবং মাল্টিপল রকেট লঞ্চার গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তথ্য বলছে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কাছে রয়েছে ৩২০টি ট্যাঙ্ক। ওয়্যার পাওয়ার বাংলাদেশ থেকে জানা যাচ্ছে এর মধ্যে অন্তত ২৮১ টি চিনের তৈরি। সবচেয়ে বেশি আছে টাইপ ফিফটি নাইন দুর্জয় ট্যাংক। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে চিন থেকে কিট (সরঞ্জাম) এনে ট্যাংকগুলোকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া আর্মড পারসোনেল ক্যারিয়ার বা এপিসি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্কে তৈরি এপিসি ব্যবহার করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এছাড়া বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কাছে সব মিলিয়ে ৪৬৪টি কামান রয়েছে বলে জানিয়েছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার। এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় কামান রয়েছে ২৭টি। বাংলাদেশের অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট গান বা বিমান বিধ্বংসী কামানের উৎস দুটি দেশ। এর মধ্যে সুইজারল্যান্ডের একটি এবং চিনের চারটি সিরিজের কামান রয়েছে। আর ওয়্যারপাওয়ার বাংলাদেশ-এর তথ্য বলছে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কাছে মাল্টিপল রকেট লঞ্চার সিস্টেম (এমএলআরএস) আছে ৭৭টি। এর মধ্যে চীনের তৈরি ৪৯ টি এবং তুরস্কের দুই ধরনের মোট ২৮ টি এমএলআরএস রয়েছে তাদের ভাণ্ডারে। মাল্টিপল রকেট লঞ্চার বা মোবাইল রকেট প্রজেক্টর হচ্ছে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় সামরিক অস্ত্র, যা দিয়ে এক সাথে কয়েকটি রকেট বা বোমা নিক্ষেপ করা যায়।

সমরাস্ত্র কারখানার রাইফেল ও গোলাবারুদ পাকিস্তান পর্বে ১৯৬৭ সালে চিনের সহায়তায় ঢাকার অদূরে গাজীপুরে একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বা সমরাস্ত্র কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৭০ সালে সেটি উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের কারণে নির্মাণকাজ ব্যাহত হয় এবং চিনা দল কারখানা ত্যাগ করে।' ১৯৭৫ সালের ৩১শে অগাস্ট চিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

তারপরের বছর চিনা কারিগরি দল কারখানাটিকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং আরো এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকে কারখানাটি নিয়মিত উৎপাদনের জন্য চালু হয়। সমরাস্ত্র কারখানার সাবেক ডেপুটি কমান্ড্যান্ট অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. বায়েজিদ সরোয়ার বিবিসি বাংলাকে বলেন, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দুটিই তৈরি হয় এই ফ্যাক্টরিতে। 'স্মল আর্মস এবং রাইফেল সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি হয়,' যোগ করেন তিনি। সেনাবাহিনীর প্রধান বা বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র এই রাইফেল। এসবের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ চিন থেকে আসে। গোলাবারুদ তৈরিতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেও জানান মি. সরোয়ার। যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা হয় বাংলাদেশের কোন ডিফাইনডএনিমি (নির্দিষ্ট শত্রু) নেই বলে মনে করেন একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী। সে কারণে আপাতত সংঘাতের শংকা না থাকলেও ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অস্ত্রভাণ্ডার আপডেট করছে। 'অস্ত্রের জন্য অতিমাত্রায় চিন নির্ভরতা কাটিয়ে ডাইভার্সিফাই (বৈচিত্র্য) করা হচ্ছে,' বলেন তিনি। 'চিনের অস্ত্রের মান খারাপ নয়' মন্তব্য করে মি. চৌধুরী বলেন, 'তবে, দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারযোগ্যতার ক্ষেত্রে মার্কিন বা অন্যান্য পশ্চিমা অস্ত্র এখনো এগিয়ে আছে'। এছাড়া চিনের সমরাস্ত্রের দাম তুলনামূলক কম। সাবেক সেনা কর্মকর্তা বায়েজিদ সারোয়ার বলেন, 'আগে যেসব কারণে চীনের অস্ত্রের প্রতি ঝুঁকতে হয়েছিল তার অন্যতম আর্থিক সক্ষমতা। এখন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশি টাকা দিয়ে পশ্চিমা অস্ত্র কেনার সামর্থ্যও বাড়ছে।' আর্থিক সক্ষমতা ছাড়াও সমরাস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন দুই সাবেক সামরিক কর্মকর্তা। সেগুলোর অন্যতম হলো - এছাড়া, 'গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যাবে না এমন অস্ত্র কেনা হয় না' এবং 'সাধারণত, প্রতিবেশীর কাছ থেকে অস্ত্র কেনা হয় না' বলেন, মি. বায়েজিদ সারোয়ার।

বাংলাদেশের চলতি অর্থ বছরের প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় বেড়েছে এ খাতে।

এইচএমপিভি নিয়ে কি আতংকের কিছু আছে?

করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পাঁচ বছর পর চীনের উত্তর অঞ্চলে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস সংক্ষেপে এইচএমপিভি ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কোভিড ১৯ ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী মহামারী ছড়িয়ে পড়ার ঠিক পাঁচ বছর পর এ ঘটনা ঘটলো, যে মহামারীতে সারা পৃথিবীতে ৭০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

চিনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, ১৪ বছর ও তার কম বয়েসিদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়ছে। তবে, এইচএমপিভি আক্রান্ত হয়ে চিনের হাসপাতালগুলোতে ভিড় বাড়ছে, এমন তথ্য নাকচ করে দিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা।

সম্প্রতি ভারতেও এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এইচএমপিভি কি নতুন ভাইরাস? যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসি বলছে, ২০০১ সালে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হয়ত আরো অনেক যুগ আগে থেকেই এ ভাইরাসের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেননা চিনের সরকার বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও কেউই এখনও আনুষ্ঠানিক সতর্কতা জারি করেনি। এই ভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করবে কী-না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও কোনো সতর্কবার্তা দেননি। তবে, রোগটি যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

এইচএমপিভি সংক্রমিত হলে সাধারণ জ্বর বা ফ্লুর মত উপসর্গ দেখা যায়। সাথে কাঁশি, জ্বর, নাক বন্ধ এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সাথে চামড়ায় র‍্যাশ বা দানা দানা দেখা দিতে পারে। তবে, কারো কারো জন্য এসব উপসর্গ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সিডিসি বলছে, এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে কোন বয়েসী মানুষের ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ার মত অসুখ হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং যাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল তাদের মধ্যেই বেশি দেখা গেছে। আক্রান্ত হওয়ার পর লক্ষণ প্রকাশ পেতে তিন থেকে ছয় দিন সময় লাগে। কিন্তু আক্রান্ত হলে ঠিক কতদিন ভুগবেন একজন মানুষ তা নির্ভর করে সংক্রমণের তীব্রতা ও আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতার ওপর। কীভাবে ছড়ায়? এইচএমপিভি সাধারণতঃ আক্রান্ত মানুষের হাঁচি বা কাঁশি থেকে ছড়ায়। এছাড়া স্পর্শ বা করমর্দনের মত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এইচএমপিভি ছড়াতে পারে। এছাড়া আমেরিকার "সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল" সিডিসি বলছে, এইচএমপিভি রয়েছে এমন বস্তু বা স্থান স্পর্শ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাঁশির ড্রপলেট লেগে থাকা স্থান যেমন দরজার হাতল, লিফটের বাটন, চায়ের কাপ ইত্যাদি স্পর্শ করার পর সে হাত চোখে, নাকে বা মুখে ছোঁয়ালে এইচএমপিভি ছড়াতে পারে।

অনেকটা কোভিডের মতো। এইচএমপিভির সংক্রমণ সাধারণত শীতের সময় বাড়ে, যখন মানুষ দীর্ঘ সময় ঘরের ভেতর সময় কাটায়।

শিশু ও বয়স্করা কেন বেশি আক্রান্ত হন? একজন মানুষ একাধিকবার এইচএমপিভি আক্রান্ত হতে পারেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মধ্যে প্রথমবারের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি থাকে। এরপর শরীরে এক ধরণের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, যার ফলে পরবর্তী সংক্রমণের তীব্রতা তত বেশি হয় না।

তবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে যদি আক্রান্ত ব্যক্তির ক্যান্সার বা এইচআইভির মত দীর্ঘমেয়াদী অসুখ থাকে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে? বাংলাদেশের ভাইরোলজিস্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি জানিয়েছে, এইচএমপিভি নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর বড় কারণ হচ্ছে, এটি কোভিডের মতো নতুন কোনো ভাইরাস নয়। ২০০১ সালে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়, এবং বাংলাদেশে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের দিকে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। ভারত, চিনসহ বিভিন্ন দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা ধাঁচের এই ভাইরাসে আগেও মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এর অর্থ হলো মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি গড়ে উঠেছে। মানে কেউ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একে মোকাবিলা করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ভাইরোলজিস্ট মাহবুবা জামিল বলেছেন, কোভিড ফুসফুসের যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, এইচএমপিভিতে ততটা ক্ষতি হয় না। তিনি জানিয়েছেন শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী বা কঠিন কোনো রোগে আক্রান্তদের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ তীব্র হতে পারে। কেননা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে। সেক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এখন জেনে নেই এইচএমপিভির বিষয়ে আরো কিছু তথ্য। এইচএমপিভি ভাইরাস কী ? চিনের সেন্ট্রার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশান বা সিডিসি'র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এইচএমপিভি কোভিড-১৯ এর মতোই একটি আরএনএ ভাইরাস। অর্থাৎ এর জিনের গঠন একই। এই ভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে। তবে এরা একই পরিবারের ভাইরাস নয়। অর্থাৎ কোভিডের টিকা নেয়া থাকলে বা আগে কখনো কোভিড হলেও আপনার এইচএমপিভির সংক্রমণ হতে পারে। কোভিডের ইমিউনিটি আপনাকে এইচএমপিভি থেকে সুরক্ষা দেবে না। নেদারল্যান্ডসের গবেষকরা শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষা করার সময় প্রথম এই ভাইরাসের ব্যাপারে জানতে পারেন। সিডিসি জানিয়েছে, ভাইরাসটি অন্তত ৬০ বছর আগেই ছড়িয়েছে। চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এইচএমপিভিকে "শীতজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা" হিসেবে অভিহিত করেছে। সাধারণ ফ্লুর লক্ষণ যা সাধারণত দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে লক্ষণ তীব্র হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জরুরি হতে পারে। ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী, তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে মারা যাওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক শতাংশের মৃত্যুর জন্য দায়ী এইচএমপিভি। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি জটিলতা বা ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ আক্রান্তরা, সেইসাথে সিওপিডি, অ্যাজমা ও পালমোনারি ফাইব্রোসিসের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের মাঝে সংক্রমণের লক্ষণগুলো গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে। এমনকি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই জটিল রোগের আক্রান্তদের এমন লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা করা যাবে না।

প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী?

করোনা মোকাবিলায় যেসব সতর্কতা নেয়া হয়েছিল, একই ধরনের পদক্ষেপে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন: বাইরে গেলেই মাস্ক পরা। ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান-পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়া। হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা। আক্রান্তদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। জন সমাগমস্থল এড়িয়ে চলা।ণ হাঁচি কাশি দেয়ার সময় মুখ টিস্যু দিয়ে ঢেকে নেওয়া এবং ব্যবহৃত টিস্যুটি সাথে সাথে মুখবন্ধ করা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে হাত সাবান পানিতে ধুয়ে ফেলা। যদি টিস্যু না থাকে তাহলে কনুই ভাঁজ করে সেখানে মুখ গুঁজে হাঁচি দেওয়া। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করা। সর্দিকাশি, জ্বর হলেও অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর এই ভাইরাস প্রতিরোধে কয়েকটি টিকা ত

সমৃদ্ধ আলোচনা, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা এবং অনুপ্রেরণামূলক অধিবেশনের মাধ্যমে ”বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়ালগ ২০২৫ ”-এর সূচনা হলো

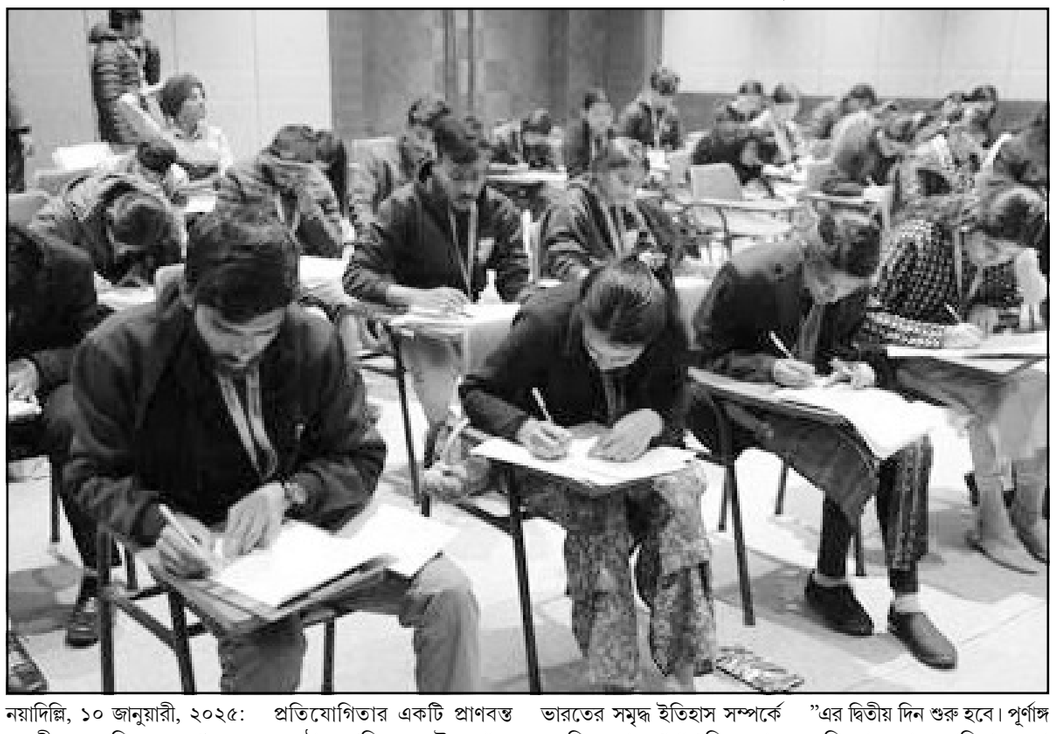

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারী, ২০২৫: কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ”বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ”-এর সূচনা করেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য। জাতীয় যুব দিবসের প্রাক্কালে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি একটি রূপান্তরকারী প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। সারা দেশ থেকে আগত তরুণ -তরুণীদের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, সৃজনশীল প্রতিযোগিতা এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকে একমঞ্চে সঞ্চারিত করতে চলেছে এই আয়োজন। দেশের সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৩০ লক্ষ যুব অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে এক বলিষ্ঠ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল আয়োজনে অংশ নেবার জন্য প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হয়।

আজ এক অনুপ্রেরণামূলক অধিবেশনেই মধ্য দিয়ে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠেয় এই বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫ শুরু হয়েছে। সারা দেশ থেকে তিন হাজারেরও বেশি যুব নেতৃত্ব এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। প্রারম্ভিক অধিবেশনে যুব বিষয়ক দপ্তরের সচিব মীতা রাজীবলোচন এর ভাষণ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছেউ ভারতের ভবিষ্যত গঠনে তারাও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে তাদের দায়িত্ববোধ তোলার আহবান জানান তিনি।। অধিবেশনের আজকের দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় উ অংশগ্রহণকারীরা বিকশিত ভারতের দশটি মূল বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ন উপস্থাপনা তুলে ধরেন। এদিন বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫-এ সৃজনশীল প্রতিযোগিতার একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে পরিনত হয়উ যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রতিভার সাক্ষর রাখার পাশাপাশি বিকশিত ভারত নির্মানের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। ছবি আঁকা, গল্প লেখা, সঙ্গীত, নৃত্য, বক্তৃতা এবং কবিতার প্রতিযোগিতায় যুবারা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীলতার সাথে তাদের ধারণা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫-এ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের যুববিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়েছে, যা যুবাদের শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা র সঞ্চার করবে। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত যুব প্রতিনিধিরা তাঁদের উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলি এই অধিবেশনে তুলে ধরেছেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারী যুব প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় ঘুরে দেখেনউ যেখানে দক্ষ প্রশাসন পরিচালনা এবং ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হবার পাশাপাশি দেশের নেতৃত্বের অবদান সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ করে দিয়েছিলউ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের দ্বারা আয়োজিত একটি নৈশভোজে অংশগ্রহনের মাধ্যমে এই অধিবেশন শেষ হয়। যেখানে যুবসমাজ এবং দেশের মূল নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ মত বিনিময় হয়উ

যারা ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে চালিত করবে সেই সব পরবর্তী প্রজন্মের নেতা, চিন্তাবিদ এবং উদ্ভাবকদের পরিপোষণের ক্ষেত্রে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫ একটি মাইলফলক হয়ে উঠবে বলে প্রমান দিয়েছে। ।

”বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫ ”-এর দ্বিতীয় দিনে কি থাকবে?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ ম্যান্ডভ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রক্ষা খড়সে’র নেতৃত্বে এক অধিবেশনের মাধ্যমে ”বিকাশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫ ”এর দ্বিতীয় দিন শুরু হবে। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আনন্দ মাহিন্দ্রার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন, যিনি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নির্ধারণ করবেন। এরপর শচীন বনসল, প্রত্যুষ কুমার, রোমালো রাম, রনি স্ক্রুওয়ালা, ও. পি চৌধুরী, ডঃ সরিতা আহলাওয়াত, রিতেশ আগরওয়াল, বাইচুং ভুটিয়া, সুহেল নারায়ণ, পবন গোয়েঙ্কা, অনিকেত দেব, অমিতাভ কান্ত, ডঃ এস সোমনাথ, চাভি রাজাওয়াত, কল্পনা সরোজ, আনন্দ কুমার, মলার কলম্বে, পালকি শর্মা, জাহ্নবী সিং এবং জন্টি রোডসের মতো বিশেষজ্ঞরা ১০ টি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

দেশের ঐক্য, বৈচিত্র্য এবং অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিকতার পরিবেশনের সংমিশ্রণে উপস্থাপন করা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- ”কালারস অফ বিকশিত ভারত। যার মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উদযাপন করে অধিবেশনেই সমাপ্তি হবে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের প্রতি কেজরিওয়ালের আচরণ শুরু থেকেই ভালো নয় : অশোক চৌধুরী

পাটনা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বিহারের মন্ত্রী অশোক চৌধুরী। তাঁর কথায়, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের প্রতি কেজরিওয়ালের আচরণ শুরু থেকেই ভালো ছিল না। শুক্রবার মন্ত্রী অশোক চৌধুরী বলেছেন, দিল্লির মানুষ সবসময় বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষদের নিয়ে কড়া মন্তব্য করে, যা ভুল। সমগ্র ভারতে, আমরা যে কোনও জায়গায় যেতে পারি, যে কোনও জায়গায় থাকতে পারি এবং যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারি।

অশোক চৌধুরী আরও বলেছেন, আপনি যদি গত পাঁচ বছরের রেকর্ডের দিকে তাকান, তাহলে ভারতে বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার বিহারের, অনেক আইএএস বিহারের এবং ডাক্তাররা বিহারের। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহার ও উত্তর প্রদেশের মানুষের হতাশায় ভুগছেন।

৪৩ তম আগরতলা বইমেলা ২০২৫
সর্বেষাং শান্তির্ভবতু
২ জানুয়ারি - ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ

১১ জানুয়ারি - অনুষ্ঠান সূচি
= অন্যান্য ভাষাভাষি কবি সম্মেলন =
বেলা ২ টা থেকে ■ সঞ্চালনা– ওয়াংখেম বীরমঙ্গল

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সূচি
১১ জানুয়ারি, ২০২৫ ■ সন্ধ্যা ৫টা
মঞ্চ : ঋষি অরবিন্দ মঞ্চ
সিপাহীজলা জেলার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (সেতার বাদন) :- শুভঙ্কর ঘোষ
উদীয়মান শিল্পী:- প্রিনাকা ভট্টাচার্য্য, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, দৃশা লোধ, স্মৃতিকন্যা জমাতিয়া, আবৃত্তি:- নীলদিগন্ত
পঞ্চকবির গান :- ভাস্বতী চক্রবর্তী (নজরুল),দেবাশীষ বর্ধন রায় (রবীন্দ্র)
জনজাতি অনুষ্ঠান :-
একক সঙ্গীত:- মিন্টন দেববর্মা, দেবাকুমার জমাতিয়া, মনাদেবী জমাতিয়া, বিশ্বদেব কলই, বিজয় দেববর্মা,
সুশীল দেববর্মা, সমবেত নৃত্য :- তনুশ্রী দেববর্মা ও তার দল
একক সঙ্গীত:- পৌলমী চক্রবর্তী, দীপিকা চক্রবর্তী, বর্ণিতা দাস
সমবেত সঙ্গীত:- সঞ্চারী, হৃদম মিউজিক, সমবেত নৃত্য:- নৃত্য প্রদীপ, নটরাজ নৃত্যালয়
বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা একক সঙ্গীত পরিবেশনা :-
পৃথা দত্ত ভৌমিক, দেবযানী সরকার পাল, তৃষিতা ভৌমিক, রাধাবিনোদ দাস, শ্রেয়া সরকার
যন্ত্রানুসঙ্গে:- দীপঙ্কর নট্ট (কিবোর্ড), বিশজিৎ দাস (অক্টোপ্যাড), কৌশিক ভট্টাচার্য্য (তবলা), সুজিত দেববর্মা (গিটার)
সঞ্চালনায় - বিদ্যুৎজিত চক্রবর্তী

অন্যান্য অনুষ্ঠান
মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র ■ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৬টা
প্রসঙ্গ:- সাইবার সিক্যুরিটি
আলোচক - শ্রী বাপি সাহা, শ্রী নির্দেশ দেব, শ্রী দীক্ষিত বিশ্বাস

১২ জানুয়ারি - অনুষ্ঠান সূচি
= কবি সম্মেলন (পশ্চিম ত্রিপুরা) =
বেলা ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা
সঞ্চালনা– শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী,
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, নকুল রায়, ড. আশিষ কুমার বৈদ্য, নকুল দাস, হরিদুলাল আচার্য, কৃষ্ণধন নাথ, নানু রঞ্জন ভৌমিক, রাতুল দেববর্মা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, সুধীন দাসগুপ্ত, বিধান রায়, কাকলী গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির দেব, নীলমণি দত্ত, দোস্ত মোহম্মদ, লক্ষ্মণ কুমার ঘটক, ড: গোপা চ্যাটার্জী, শুভাশিস কর, স্বপ্না নাথ, সুচিত্রা দাস, শর্মিষ্ঠা সূত্রধর, শ্রীমান দাস, রাহুল শীল, নিশীথ রঞ্জন পাল, দীপঙ্কর গুপ্ত, অমিতাভ কর, পার্থ ঘোষ, দিলীপ দাস, অসিম দত্ত রায়, অশোক কুমার দেব, ননী গোপাল চক্রবর্তী, বিউটি ঘোষ, আল্পনা নাথ, শঙ্খ পল্লব আদিত্য, চুনি দাস, অমিতা চৌধুরী, চামেলি বেগম, প্রণতি মোদক, শুচিস্মিতা মহাপাত্র, মিনাক্ষী ভট্টাচার্য, সংহিতা ভট্টাচার্য, দোপাটি দে, সৌরভ দে, সুখেন্দু রঞ্জন দে, শীলা সাহা, উৎপলা মুখার্জি, সঙ্গীতা দেওয়ানজি, নন্দিতা ভট্টাচার্য, লিপিকা চ্যাটার্জি, রতন দেবনাথ, দেবাশিস দাস, হরিদাস দেবনাথ, সুশান্ত দাস, সুধীর চক্রবর্তী, সুস্মিতা দেবনাথ, দেবাশিস দেবনাথ, বিপ্লব সরকার, চন্দন গাঙ্গুলি, দীপক রঞ্জন কর, মনচলি চক্রবর্তী, বিল্লাল হোসেন, নিখিলেশ দত্ত, বিভু দেব, মাধব বণিক, জয়ন্ত নাথ চৌধুরী, সন্তোষ সরকার, দীপান্বীতা সেনগুপ্ত, শুভস্মিতা ভট্টাচার্য, উমা ঘোষ দেব, কল্পনা দাস পাল, কল্যানী ভট্টাচার্য, বিপ্লব দে, সৌমেন ভট্টাচার্য, ড. অচিন্ত্য পাল, প্রনব দাস, রাজীব ঘোষ, বিপাশা দেব, কেয়া দাস, মৌসুমী দাস, ঈশানী ভট্টাচার্য, সপ্তশ্রী কর্মকার, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, মনীশ রুদ্রপাল, অনামিকা দেবনাথ, অনুপ দেবনাথ, চিন্ময় ভট্টাচার্য, ঝুটন দাস, পার্থ সাহা, সাহিল সরকার, স্নিগ্ধা ভৌমিক, প্রনব কুমার দাস, শতরুপা র্বমন, নীলিম রায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রত্যুষ দেব, নবীনকিশোর রায়, চয়ন সাহা, সনজিৎ বনিক, রজনীকান্ত দাস, স্বরূপ দে, পদ্মকুমার দেবর্মা, ডিকন অভিজিৎ দেববর্মা, শান্তনু মজুমদার, ড. পূর্বীতা গুপ্ত, শান্তি মজুমদার, নলিনী বন্দ ।

*** এছাড়াও থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত ড্রপবক্স কুইজ ***

(প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরাসরি Ica.Tripura facebook live এবং -এ দেখা যাবে)
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত
ICA/D-1672/25
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ■ ত্রিপুরা সরকার

সকল কবিদের সূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ।

যৌথ তল্লাশিতে মধুবনিতে ‘অস্ত্র কারখানা’র হদিশ, গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বিহার পুলিশের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)-এর যৌথ তল্লাশিতে মধুবনিতে এক ‘অস্ত্র কারখানা’র হদিশ মিলল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বিহারের মধুবনির খুটৌনায় একটি দোকানে তল্লাশি চালায় কলকাতা এবং বিহার পুলিশের দল। চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বহু অস্ত্র।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে মধুবনির খুটৌনা বাজারে ‘কিষাণ অটো পার্টস’ নামে একটি দোকানে যৌথ তল্লাশি চালায় বিহার এবং কলকাতা পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। তল্লাশি চালাতে গিয়ে তারা দেখে, গাড়ির যন্ত্রাংশের কারখানার আড়ালে চলছিল ছোট অস্ত্র কারখানা।

এই ঘটনায় তিন জনকে আটক করা হয়। ধৃতেরা হলেন ইশতেয়াক আলম, তাঁর ভাই ইফতেকার আলম এবং তাঁদের সহযোগী রাজকুমার চৌধুরী ওরফে বিরজু।

খুটৌনারই আরও একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। বাড়ির মালিক ২২ বছরের রাজুকুমার শাহ।

তাঁকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকেও বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ইফতেকার ওই দোকানের মালিক। বিরজু অস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী। তাঁর নির্দেশেই চলত অস্ত্রের কারখানা। বিরজু বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা। বাকি দুই ধৃত মধুবনিরই বাসিন্দা।

ওই অস্ত্র কারখানার থেকে বহু অস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তালিকায় রয়েছে, ২৪টি ৭ এমএম পিস্তল, ২৪টি ৭ এমএম পিস্তল ব্যারেল, তিনটি ৭ এমএম পিস্তল স্লাইডার, একটি যন্ত্র, একটি মাইলিং যন্ত্র, দু’টি ড্রিলিং যন্ত্র, একটি পেষাই করার যন্ত্র, একটি ঢালাইয়ের যন্ত্র এবং কাঁচামাল।

প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই মাসে বিহারে বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতা ও বিহারের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স এবং স্থানীয় পুলিশের একটি দল যৌথ অভিযান চালিয়ে বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার ঠিকানা পেয়েছিল।

মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ আইনের বিরোধিতার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ আইন (নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম)-এর বিরোধিতা করে দায়ের হয়েছিল আবেদন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিল।

বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী এবং বিচারপতি পিবি বরালের বেঞ্চ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ১২৮তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের কিছু করণীয় নেই।

‘ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন’ (এনএফআইডব্লিউ)-এর তরফে জয়া ঠাকুর সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হস্তক্ষেপের যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করেছেন তিনি। লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে সংসদে বিল পাশ করিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। যার পোশাকি নাম, ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল ১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসাবে তা লোকসভায় পেশ করেন। বিলটি সমর্থন করেছিলেন ৪৫৪ জন সাংসদ। বিলে সংশোধন চেয়ে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন মাত্র দু’জন। রাজ্যসভাতেও বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাশ হয়েছিল ওই বিল।

লিঙ্গ সমতা ভারতের বিদেশ নীতি, বৈশ্বিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : এস জয়শঙ্কর

ভুবনেশ্বর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): লিঙ্গ সমতা ভারতের বিদেশ নীতি, বৈশ্বিক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয় দিবসের চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সভাপতিত্বে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সমাজের গভীর মূল বিষয়গুলির প্রতিফলন করেছেন, যা উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য। তিনি জোর দিয়েছেন, কীভাবে বৈষম্য প্রায়শই পারিবারিক স্তরে শুরু হয়, জন্ম থেকে শুরু করে এবং পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো সম্পদের প্রাপ্যতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

২০২৬ থেকে মেক ইন ইন্ডিয়ার অধীনে ট্রেনের চাকা তৈরি করবে ভারত : অশ্বিনী বৈষ্ণব

তিরুভাল্লুর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত সরকার ২০২৬ সাল থেকে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে ট্রেনের চাকা তৈরি করবে। জোর দিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শুক্রবার তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরে রামকৃষ্ণ ফোরজিংস লিমিটেড এবং টিটাগড় রেল সিস্টেম কোম্পানিতে চাকা উৎপাদন ইউনিট পরিদর্শনের সময় তিনি বলেছেন, ভবিষ্যৎ ট্রেনের জন্য ভারতীয় রেলের ৮০ হাজারেরও বেশি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চাকার প্রয়োজন। রেলমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের একটি আত্মনির্ভর শক্তিশালী ভারত তৈরির লক্ষ্য রয়েছে, যা বিশ্বমানের সামগ্রী তৈরিতে প্রাণবন্ত। তিনি বলেন, ভারতে তৈরি চাকাগুলি কেবল দেশের মধ্যে তৈরি ট্রেন এবং মেট্রো ট্রেনের জন্য ব্যবহার করা হবে না, অন্যান্য দেশেও রফতানি করা হবে।

নিখোঁজ সংবাদ
Ref- Bishalgarh PS GfD Entry No.23– Datedé. 06.01.2025
উপরিউক্ত ছবিটি শ্রী রাজীব মজুমদার,বয়স-৩৪বছর, পিতা-বাদল মজুমদার, সাং-বীরগঞ্জ, অমরপুর,জেলা-গোমতি ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ফুট,২ইঞ্চি, চোখ ও চুল-কালো এবং পড়নে কালো রং ফুলপ্যান্ট,চেক শার্ট।উক্ত ছেলেটি গত ০৭-১২-২০২৪ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।
উপরিউক্ত নিখোঁজ এই ছেলেটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।
যোগাযোগের ঠিকানা :-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা- ৬০০৯৪২০৬০৪
দূরভাষ নম্বর :- ৮৯৭৪৩৩২১২৫
ICA/D-1670/25

(এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা (ও.সি.বিশালগড় থানা)
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ

NOTICE FOR RECRUITMENT
The State Health & Family Welfare Society, Tripura is going to fill up different category posts of Medical Officers, on contractual and fixed pay basis. from the candidates who are permanent residents of Tripura, through Walk-in- Interview. The engagement will be made initially for a period of 11 (eleven) months on contractual basis, which may be extended further based on performance till the completion of the project or subject to sanctioning of fund by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. In exceptional cases the contractual appointment may be discontinued/ terminated at any time without assigning any reason with 1(one) month's prior notice or 1 (one) month salary.
Interested candidates need to visit the official website of NHM, Tripura: http://tripuranrhm.gov.in/ for further details viz., vacancy details, eligibility, documents to be produced at the time of interview, terms and conditions and Application Format etc.
Interested candidates are hereby requested to submit their Bio- data online as per the prescribed format from 11:00 am of 15/01/2025 to 4:00 pm of 04/02/2025 through https://nhmjob.tripura.gov.in/.
All details are available/ will be published in the NHM website (http://tripuranrhm.gov.in/) time to time.
ICA/D/1669/25
Arup Deb
DateMision 2025011,3700126
Government of Tripura

PNIT NO: e-PT-40/W/EE/RDAD/2024-25 Dt. 08/01/2025
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 21/01/2025 for 1 (one) no work namely Construction of Smart Class Room at PRTI, A.D. Nagar, Agartala, West Tripura worth Rs.1.468 Crore. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3226/25
Executive Engineer RD
Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. NO. F.10 (08)/Workshop/CTI/2022 /Vol-IV/ PNIT No.:- 05/CTI/PNIT/2025
Dt. 07/01/2025
Tender for "Supply of Miscellaneous Spare Parts for Disaster Management Equipment's" under Workshop, Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura"
A Tender hereby invited on behalf of the Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala Tripura from bonafide reputed and experience Manufacturer/ Supplier/Authorized Dealer for "Supply of Miscellaneous Spare Parts for Disaster Management equipment's" under Workshop, Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura"
The details of tender, list of miscellaneous spare parts with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 05/02/2025 up to 14:00 Hrs. The Estimated Cost of Rs. 12,27,800/- (Aprox.) All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement website-https://tripuratenders.gov.in only.
ICA/C/3221/25
Commandant
Central Training Institute
Sepahijala Tripura

Short Notice Inviting Quotation
Short Notice Inviting Quotation in plain paper is hereby invited for "Procurement of General items of IEC Materials for creating awareness under the Department of Geriatric Medicine, AGMC & GBP Hospital, Agartala". Subject to certain terms & conditions vide file no. F. 2(492)-MED/GEN/RGC (NPHCE)/2017/ (Sub-D).
Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Department, Agartala Government Medical College & G.B. P. Hospital, Agartala on or before 4.00 pm of 21/01/2025by Speed post /courier/registered post only. The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from office of the Nodal Officer, RGC, A.G.M.C. Agartala prior to the last date of submission of the SNIQ.
ICA/C/3215/25
Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 13/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 Dated. 06/01/2025
The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i). DNIe-T No:- 72/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25
E/C:-. 5,61,10,683.00 E/M:- . 11,22,214.00 Time/Period :- 360(three hundred & sixty) days
Last date & time for online Bidding:- 06/02/2025 upto 3.00 P.M
Bid Fee:-.8,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal
https:/tripuratenders.gov.in
ICA/C/3209/25
(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
L.TValley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

e-Procurement Notice
PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 21/EO/TRRDA/2024-25 date: 03/01/2025
The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for new connectivity of road under PM-JANMAN in the district of Dhalai for 02 number of packages (2 road works in 1 package and 4 road works in 1 package) with estimated cost of Rs 2827.45 lakh. in the district of Unakoti & North Tripura for 03 number of package (2 road works in 1 package, 4 road works in 1 package & 5 roads in 1 package) with estimated cost of Rs 4556.47 lakh, in the district of Khowai for 01 number of package (01 road in the package) with estimated cost of Rs 281.46 lakh and in the district of Gomati for 01 number of package (06 roads in the package) with estimated cost of Rs 901.67 lakh, including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 03/01/2025 (dd/mm/yyyy).
Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web- site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in.
Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender.
Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 24/01/2025 upto 1500 HRS.
For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in
ICA/C/3201/25
Empowered Officer,
Tripura RRDA
7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে লিখিত পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে বা কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রবেশনারি অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ মার্চ থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে বা কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (জিপমার),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বিল্ডিং ওয়ার্কার (ডিফেন্স মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি,
ইন্টারভিউ ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ, ফিটার, অপারেটর, মটর মেকানিক (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসিপাশ,
বয়স ঃ ২৭-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু ইনটেক (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৭-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ মার্চ, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি,
সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, এলডিসি, কুক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট (ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ ও ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে, পাশাপাশি কল লেটারেও জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিপিএড বা এমপিএড পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ২৩ মার্চ, কেন্দ্র আগরতলা, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ১২৮টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (বহিঃরাজ্যে, ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে অফিসার পদে ৬০০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রবেশনারি অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ মার্চ থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় পি. ও. বা প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২৪-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। যেমন মোট ৬০০টি শূন্যপদের মধ্যে ২৪০টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত অর্থাৎ এসটি, এসসি জেনারেল, ওবিসি যে-কেউ আবেদন করতে পারবে। এছাড়া, ৮৭টি এসসি, ৫৭টি এসটি, ১৫৮টি ওবিসি এবং ৫৮টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে ৪২টি শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকেলগ হিসেবে বেশ কিছু শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা -বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল ইকোনোমিক্স, ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য সমস্তপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত বা পাঠরত প্রার্থীরা অবশ্যই রাজ্যের বাইরে সারা দেশ জুড়ে প্রায় শতাধিক কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পছন্দমত যে-কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে অর্থাৎ ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবে নভেম্বর থেকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ফল প্রকাশের পর পরবর্তী মাসেই নেওয়া হবে মেন পরীক্ষা। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্র এবং সেগুলোর কোড নম্বর পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩ অক্টোবরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফম্যাটে)। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এই নিয়োগের জন্য যে অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষা হবে, তার আগাম প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের জন্য। ভারত সরকারের আইননুসারে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন এসবিআই। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রেনিং সেন্টারগুলি হল: আগরতলা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, পোর্ট ব্লেয়ার, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি ও শিলং। তবে অনলাইনে আবেদনের সময় অবশ্যই বিনামূল্যে কোচিং নিতে চাই নির্দিষ্ট কলামে যথাযথ ফিলাপ করতে হবে। অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে প্রিলি, মেন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী চাকরির প্রথম ১ বছর প্রবেশনারি পিরিয়ড থাকবে। প্রয়োজনে তার মেয়াদ বাড়ানোও হতে পারে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে। চাকরির শুরুতে রাজ্য বদলের সুযোগ নেই। পদোন্নতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কনফার্মেশনের ২-৩ বছরের মধ্যে, পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। পে স্কেল রয়েছে ৪৮,৪৮০ - ৮৫,৯২০ টাকা। শুরুতে বেসিক পে ৪৮,৪৮০ টাকা। সমস্ত রকমের ভাতা সহ মূল মাইনে বার্ষিক হিসেবে সর্বাধিক ১৮.৬৭ লক্ষ টাকার মতো।

রাজ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার নিয়োগ পরীক্ষার অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার পদে চাকরির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা অর্থাৎ এস.টি.পি.ই.টি-এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিপিএড অথবা বিপিই অথবা বিএসসি ইন হেলথ এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড ডিগ্রি ইন স্পোর্টস-এ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ হতে হবে। যোগ্যতা বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এসসি/ এসটি/ শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং মার্কসের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় থাকবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৩ মার্চ। বিস্তারিত খবর হলো — ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার উপযুক্ত গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে আবশ্যক এস.টি.পি.ই.টি বা সিলেকশন টেস্ট ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার - ২০২৪ পরীক্ষায় বসার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। ২২ জানুয়ারি, বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। 'সিলেকশন টেস্ট ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার (এসটিপিইটি) - ২০২৪' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-১৮) জেন/ টিআরবিটি/ আরইসি/ ২০২৪/ ১৭৩, তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪।

শূন্যপদগুলো হলো — পদের নাম ঃ ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার ঃ শূন্যপদ ১২৫টি, এর মধ্যে ২১টি পদ এসসি এবং ৩৯টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৬৫টি পদ অসংরক্ষিত। তবে মোট ১২৫টি পদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৫টি পদের মধ্যে দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ২টি, শ্রবনজনিত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২টি এবং চলন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। তেমনি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ২টি পদের মধ্যে ১টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, সামগ্রিক হিসেবে এসসি (২১টি), এসটি (৩৯টি) এবং অসংরক্ষিত (৬৫টি) পদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিপিএড অথবা বিপিই অথবা বিএসসি ইন হেলথ এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড ডিগ্রি ইন স্পোর্টস-এ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ হতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এসসি/ এসটি/ শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং মার্কসের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় থাকবে। এছাড়া, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে, ১৮-১২-২০২৪ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী অথবা সরকারি কর্মরত প্রার্থী হলে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের বিশেষ ছাড় সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। মূল মাইনে ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী অর্থাৎ লেভেল-৯ অনুযায়ী বেসিক পে'র ৭৫ শতাংশ হিসেবে স্থির বেতন ২০,৪৭৫ টাকা।

উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করতে পারেন ২২ জানুয়ারি, বিকেল ৪টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি। দরখাস্তের সময় ডেভিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টিচার্স এবিলিটি টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ১৫ জানুয়ারি থেকে, চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি। আগামী ২৩ মার্চ পরীক্ষা নেওয়া হবে। আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়ে চলবে আড়াইটা পর্যন্ত। এর জন্য আগে থেকে অর্থাৎ ৭ থেকে ১৪ মার্চ-এর মধ্যে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৫০ নম্বরের। সময় আড়াই ঘন্টা। কাট-অফ মার্ক ধরা হবে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫ নম্বর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাট-অফ মার্কে ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬৮ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর সংখ্যক চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমটিএস, এলডিসি, স্টেনো, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০, ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এফ. টিইউ/ আরইজ

শুক্রবার আগরতলায় এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বস্ত্রদান করা হয়।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপূরণে প্রতিটি ভারতীয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যিক : রাষ্ট্রপতি

ভুবনেশ্বর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপূরণে প্রতিটি ভারতীয়ের সক্রিয় ও উৎসাহী অংশগ্রহণ আবশ্যিক। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, 'আমাদের দেশ এখন ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র একটি সরকারি উদ্যোগ নয়; এটি একটি জাতীয় মিশন যার জন্য বিদেশে বসবাসকারীরা-সহ প্রত্যেক ভারতীয়ের সক্রিয় এবং উৎসাহী অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, বিকশিত ভারতের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ক্রমবর্ধমান মর্যাদার সঙ্গে সারিবদ্ধ, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি নেতৃস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আমরা যেমন আমাদের প্রবাসী ভারতীয় পরিবারের কৃতিত্ব উদযাপন করি, আসুন আমরাও আশা ও সংকল্পের সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। একসাথে, আমরা একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে পারি, এমন একটি দেশ যা বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিশ্বের জন্য আলোর বাতিঘর হয়ে থাকে।

নেতাজি বিতর্কে নরেনের চিঠি মমতাকে, নরেনকে পাল্টা প্রতিক্রিয়া কুণালের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): তুলনায় অংশত নেতাজির চেয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এগিয়ে রেখে সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তা নিয়ে তৈরি বিতর্কে কুণাল তাঁর বক্তব্যে অবিচল রয়েছেন। বৃহস্পতিবার কুণালের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। এর পর কুণাল পাল্টা তাঁর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

সঠিক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি এবং কুণালের নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি চিঠিতে করেছেন নরেনবাবু। সামাজিক মাধ্যমে কুণাল নরেনবাবুকে লিখেছেন, "আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমি আবার বলছি: নেতাজি দেশনায়ক। আমাদের গর্ব। আমার মতে আজাদ হিন্দ সরকারের কারণে নেতাজিকে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। রাজ্যসভায় আমি নেতাজি মৃত্যুরহস্যের সব ফাইল প্রকাশ্যে আনার দাবিতে সরব ছিলাম।

নেতাজি বিশ্বের মানচিত্রের একজন সেরা বিপ্লবী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক। সর্বকালের সেরা অন্যতম বাঙালি।

কিন্তু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আলাদা দল গড়ে সাফল্যের প্রশ্নে নেতাজি বা আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের থেকে অনেক এগিয়ে এবং সফল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি দল গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিচয় সেই দল হয়ে ওঠেনি। তাঁর উত্থান আরেক ভিন্ন স্রোতের নেতৃত্বে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের আশীর্বাদে রাজ্যে তৃতীয়বার সরকারে, কেন্দ্রে একাধিকবার সরকারে, সারা দেশে রাজনীতিতে ও উন্নয়নের মডেলে এই দলের প্রভাব।

ফলে নেতাজির জায়গায় নেতাজির যেমন মহাউচ্চতা ছিল, আছে, থাকবে; তেমনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একা দল গড়ে সাফল্যের প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বটা স্বীকার করুন। আপনার নেতা অশোক ঘোষ জীবিত থাকলে এই বাস্তবটা মানতেন।"

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য উন্নত মানের পরিষেবা-সহ অমৃত ভারত ট্রেন: অশ্বিনী বৈষ্ণব

চেন্নাই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য উন্নত মানের পরিষেবা-সহ অমৃত ভারত ট্রেন। শুক্রবার এই কথাই বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শুক্রবার সকালে চেন্নাইয়ের ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, দেশের নাগরিকদের বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণ করতেই অমৃত ভারত ২.০ ট্রেন চালু করা হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াতে অমৃত ভারত ট্রেনের কামরায় উন্নত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে রেলমন্ত্রী জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরে খাদে পড়ল লরি, নিহত ২ জন

জম্মু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবন জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল লোহা বোঝাই লরি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রামবন জেলার জাতীয় সড়কে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, লোহা বোঝাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। শুক্রবার সকালে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অলোক কুমার মেহতার বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি, একাধিক ঠিকানায় হানা

পাটনা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শুক্রবার বিহারের প্রাক্তন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা অলোক কুমার মেহতার বাড়ি-সহ একাধিক ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালাচ্ছে। সূত্রের খবর, বৈশালী নগরোন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপের অভিযোগে আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মেহতার পাটনা, বৈশালী, কলকাতা ও বারাণসীর বিভিন্ন ঠিকানায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, ১০০টি বাসের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

প্রয়াগরাজ, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। বলাবাহুল্য, প্রায় সমস্ত প্রস্তুতিই সম্পন্ন। মহাকুম্ভে আগত তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় সেজন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করছে যোগী আদিত্যনাথ—সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পর্যটন দফতরের ১০০টি বাসের সূচনা করেন। এই ১০০টি বাসের সূচনার ফলে পুণ্যার্থীদের যথেষ্ট উপকার হবে, তা বলাবাহুল্য। উল্লেখ্য, আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কুম্ভমেলা।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ভোট, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। একইসঙ্গে শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজও। ৭০ আসন বিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভায় প্রার্থীরা আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন চলতি মাসের ২০ তারিখ।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ভোট গ্রহণ। গণনা ওই মাসের ৮ তারিখ। ৮৩ লক্ষেরও বেশি পুরুষ এবং ৭১ লক্ষের বেশি মহিলা-সহ মোট ভোটার সংখ্যা এক কোটি ৫৫ লক্ষের অধিক। আম আদমি পার্টি সবকটি আসনেই তাদের প্রার্থী দিয়েছে। বিজেপি ২৯ টি এবং কংগ্রেস ৪৮ টি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছে। মূলত এই তিন দলের মধ্যেই লড়াই হচ্ছে।

গভীর রাতে একাধিক বালিঘাটে অভিযান চালালেন বীরভূমের জেলাশাসক

বীরভূম, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া বার্তার পর অবৈধভাবে বালি উত্তোলন এবং পাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল বীরভূম জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নানুরের একাধিক বালিঘাটে অভিযান চালান জেলাশাসক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং বিশাল পুলিশবাহিনী।

অজয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার সময় বেশ কয়েকটি লরি আটক করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় হিসাবের খাতা, নথিপত্র এবং দু'টি পকলেন (বালি তোলার যন্ত্র)। জেলা প্রশাসন অভিযান চালাচ্ছে, এই খবর পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রাস্তা থেকেও কয়েকটি লরিকে আটক করে জেলা প্রশাসন।

দুর্ঘটনার কবলে কিন্নর আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরের গাড়ি

মহাকুম্ভ নগর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশে বৃহস্পতিবার রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে কিন্নর আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরের গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে মুথিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাম ভবন মোড়ের কাছে। শুক্রবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কিন্নর আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর কল্যাণী নন্দ গিরি তাঁর এক ভক্তের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। মহাকুম্ভ নগরের রাম ভবন মোড়ের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর গাড়ি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে গাড়িতে থাকা সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশে খাদে পড়ল বাইক, মৃত এক, আহত আরও একজন

রাজগড়, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে বৃহস্পতিবার রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের, গুরুতর আহত আরও এক। ঘটনাটি ঘটে রাজগড় থানার অন্তর্গত খিলচিপুর নাকার সামনে। জানা গেছে, বাইক আরোহী দুই যুবক আজমের থেকে নাগপুর যাওয়ার সময় খিলচিপুরে বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলেই বাইক চালক মহম্মদ রিজওয়ানের (২৫) মৃত্যু হয়।

আচমকা ব্রেক ফেল, খাস কলকাতায় ৪ পথচারীকে ধাক্কা দিল বাস, মৃত ১

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): গার্ডরেলে ধাক্কা মেরে ফুটপাথে উঠে গেল বাস, গুরুতর জখম ৪ জনের মধ্যে রয়েছে এক শিশুও। জানা যাচ্ছে, আহতদের মধ্যে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আর একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বড়বাজারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই বাস প্রথমে গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। তারপর ফুটপাথে উঠে যায়। মিনিবাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

ব্যস্ত সময়ে খাস কলকাতার বড়বাজার চত্বরে ওই বাস দুর্ঘটনা হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হয় মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলাকার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। বেশ কিছুক্ষণ ব্যহত হয় যান চলাচল।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে হাওড়া থেকে শিয়ালদহ যাচ্ছিল ওই যাত্রী ভর্তি বাসটি। মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলাকার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ঘটে দুর্ঘটনা। ব্রেক ফেল করে বাসটি। বেঁকে গিয়ে ধাক্কা দেয় ফুটপাথে। সেখান থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন ৪ মহিলা। বাসটি একেবারে পিষে দেয় তাঁদের। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে। খবর পেয়েই পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পুলিশের তৎপরতায় আহতদের পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানেই এক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি নতুন।

তা সত্ত্বেও কেন এই ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বাসটির যান্ত্রিক গোলযোগ আগে থেকেই ছিল কি না, বা গোলযোগ রয়েছে জানা সত্ত্বেও রাস্তায় নামানো হয়েছিল কি না, তা জানার চষ্টায় তদন্তকারীরা। এদিকে ইতিমধ্যেই মৃতার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ৩১ ডিসেম্বর তেলেঙ্গাবাগানে বাসের রেষারেষিতে মৃত্যু হয়েছিল একজনের। ফের কলকাতায় বাসের দৌরাত্ম্য সামনে এল।

আকাঙ্ক্ষা নয়, মিশন নিয়ে রাজনীতিতে আসা উচিত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, মিশন নিয়ে রাজনীতিতে আসা উচিত। এমনটাই অভিমত পোষণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত-এর জন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান চান। সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত রূপ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্পের ১০০ শতাংশ প্রদান হওয়া উচিত। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি নিখিল কামাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, মানুষ হিসেবে তিনি ভুল করতে পারেন, কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কখনও ভুল করবেন না। প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন, রাজনীতিতে সফল হতে হলে একজনের অবশ্যই নিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে এবং নিজেকে জনগণের জন্য উপলব্ধ করতে হবে।

শনিবার রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিন

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেটের "দ্য ওয়াল" নামে পরিচিত রাহুল দ্রাবিড়ের শনিবার জন্মদিন। ৫২টা বসন্ত কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। শুধু ভারতীয় ক্রিকেট দল নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেরই একজন কিংবদন্তি রাহুল। ১৯৭৩ সালের ১১ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক মারাঠা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

ক্রিকেট নয়, হকি খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। কর্নাটকের জুনিয়র হকি টিমের হয়ে শুরুটা করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সে পথে যেতে দেয়নি। তাই তিনি হয়ে গেলেন ক্রিকেটার। বাবা সরোদ দ্রাবিড় ছিলেন একজন ক্রিকেট পাগল মানুষ। বলা যেতে পারে বাবার ইচ্ছেতেই ছেলের ক্রিকেটে আসা। সব মিলিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেট জীবন ছিল বর্ণময়। ভারতীয় ক্রিকেটে ১৬ বছর কাটিয়েছেন। তিনি ১৬৪ টেস্টে ১৩ হাজার ২৮৮ রান করেছেন। ৩৪৪ ওয়ানডেতে ১০ হাজার ৮৮৯ রান করেছেন ও একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে ৩১ রান করেছেন। এছাড়া ফিল্ডার হিসেবে টেস্টে ২১০ ও ওয়ানডেতে ১৯৬ টি ক্যাচ নিয়েছেন তিনি।

টেস্ট অভিষেক লর্ডস এ ২৩ বছর বয়সে, আর অভিষেক টেস্ট-এ সেঞ্চুরি পেয়ে যেতে পারতেন তিনি, কিন্তু ব্যক্তিগত ৯৫ রানে তাঁকে ফিরে যেতে হয় প্যাভিলিয়ানে। যার ফলে অভিষেক টেস্টেই লর্ডসের মত ঐতিহাসিক মাঠে সেঞ্চুরি হয়নি তাঁর। শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেন ২০১২ তে অ্যাডিলেডের ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে খেলেন রাহুল দ্রাবিড়।

তবে ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের সেরাটা দিয়েছেন সবসময়। উইকেটে কাটিয়েছেন প্রায় ৪৫ হাজার ঘন্টা। এ কারণেই তাঁকে ডাকা হতো "দ্য ওয়াল" নামে। এছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ফিল্ডার হিসেবে ধরেছেন ২০০টি ক্যাচ। টেস্ট ও ওয়ানডে দুই ফর্মাটেই করেছেন ১০ হাজারের বেশি রান। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ হাজার ২০৮ রান করেন তিনি। ঝুলিতে রয়েছে ৪৮টি সেঞ্চুরি।

আমাদ ডায়ালো : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর

ম্যানচেস্টার, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : আমাদ ডায়ালো একটি নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে ৩০ জুন, ২০৩০ সাল পর্যন্ত। আইভরি কোস্ট আন্তর্জাতিকের ২২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ২০২১ সালে ক্লাবে যোগদানের পর থেকে ৫০টি উপস্থিতি এবং ৯টি গোল করেন।এই মরসুমে তিনি ৬টি গোল করেন, ৭টি অ্যাসিস্ট রয়েছে এবং দু"বার ক্লাবের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন।

আমাদ বলেন, "নতুন চুক্তিতে সই করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। আমি ইতিমধ্যে এই ক্লাবের সাথে কিছু অবিশ্বাস্য মুহূর্ত কাটিয়েছি, তবে আরও অনেক কিছু আসতে হবে। খেলায় আমার অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে এবং আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ইতিহাস গড়তে চাই।'

ভোট কেনার জন্য প্রকাশ্যেই ১,১০০ টাকা বিতরণ করেছে বিজেপি, অভিযোগ সঞ্জয় সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। শুক্রবার সঞ্জয় সিং অভিযোগ করেন, দিল্লিতে ভোট কেনার জন্য প্রকাশ্যেই ১,১০০ টাকা বিতরণ করেছে বিজেপি। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় সিং বলেছেন, সম্প্রতি "গালি-গলোচ" পার্টির নেতারা ভোট কেনার জন্য ১,১০০ টাকা বিতরণ করেছেন। এমনটা প্রকাশ্যেই করা হয়েছিল। আমরা আমাদের সূত্র মারফত জানতে পেরেছি, "গালি-গলোচ" দলের নেতাদের তাঁদের দলের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে বিতরণ করার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নেতারা ভেবেছিলেন, যখন নির্বাচনে জেতার কোনও সুযোগ নেই, তখন তাদের ৯০০০ টাকা সঞ্চয় করা উচিত এবং মাত্র ১,১০০ টাকা বিতরণ করা উচিত।'

উত্তর প্রদেশে বাস ও লরির রেষারেষিতে মৃত এক

সুলতানপুর, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশে বাস ও লরির রেষারেষিতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, জেলার সুলতানপুর থেকে শাহগঞ্জগামী এক সরকারি বাসের সঙ্গে একটি লরির রেষারেষিতে দুর্ঘটনা ঘটে। যার ফলে বাসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা কন্ডাক্টর সৌরভ তিওয়ারি (২৮) বাস থেকে পড়ে যান এবং লরির নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হলদি নদীতে মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ল বিশাল শঙ্কর মাছ, বিক্রিও বিপুল দামে

হলদিয়া, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার দুর্গাচক বাজারে দেখা মিলল বিশালাকার এক শঙ্কর মাছের। এক মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়েছে ওই বিশালাকার শঙ্কর মাছ। যার ওজন প্রায় ২০০ কেজির কাছাকাছি। খবর পেয়েই মাছটিকে দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোরে হুগলি ও হলদি নদীর মোহনায় বন্দরের জেটির কাছে এক মৎস্যজীবীর জালে এই বিশালাকার শঙ্কর মাছটি ধরা পড়ে। সাত সকালে প্রথমে মাছটিকে দেখতে ভিড় জমান পথচলতি বহু মানুষ। এরপর সেটিকে স্থানীয় দুর্গাচক বাজারে ভগবতী মৎস্য আড়ৎ-এ আনা হয়। বাজার সূত্রে খবর, মাছটি ৪৭ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। জানা গিয়েছে, হলদিয়ার পাতিখালি এলাকার বাসিন্দা মতিলাল হাজরা সহ বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী বৃহস্পতিবার নৌকা নিয়ে হলদি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার ভোরে তাঁদের জালে উঠে আসে এই শঙ্কর মাছটি।

ইংলিশ ফুটবল: বরখাস্ত এভারটন কোচ শন ডাইস

লন্ডন, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : এফএ কাপের ৩ রাউন্ডে মাঠে নামার ঘন্টা তিনেক আগে এভারটনের প্রধান কোচ শন ডাইসকে বরখাস্ত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। ঘরের মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে পিটারবারা ইউনাইটেডের মুখোমুখি হয়েছিল এভারটন। ৫৩ বছর বয়সী ডাইস ও তাঁর কোচিং স্টাফের আরও ৪ সদস্যকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানায় এভারটন।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ডাইসকে দায়িত্ব দিয়েছিল এভারটন। দুই বছরে তাঁর কোচিংয়ে ৮৪ ম্যাচের মধ্যে দলটি জিতেছে ২৬টি ও হেরেছে ৩২টি।আর চলতি মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের প্রথম ১৯ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে মাত্র ৩টি। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে আছে তাঁরা।

বইমেলায় স্টল নিয়ে গিল্ডের বিরুদ্ধে এপিডিআর-এর আবেদন খারিজ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতা বইমেলায় এ বছর স্টল পাচ্ছে না গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)। বইমেলার আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বিরুদ্ধে তাদের করা আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলা গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। ফলে এ বছর বইমেলায় এপিডিআরের স্টল থাকছে না।

বইমেলায় স্টল দিতে দেওয়া হচ্ছে না বলে গিল্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এপিডিআর। প্রতি বছর কলকাতা বইমেলায় তাদের স্টল থাকে। কেন এ বার সেই অনুমতি দেওয়া হল না, প্রশ্ন তুলেছিল মানবাধিকার সংগঠনটি। তাদের অভিযোগ ছিল, বইমেলায় স্টল বণ্টনে স্বচ্ছতা দেখাচ্ছে না গিল্ড। শুক্রবার হাই কোর্টে সেই মামলার শুনানি ছিল।

উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, গিল্ড কোনও সরকারি কাজ করছে না। এটি একটি বেসরকারি সংস্থা। ফলে গিল্ডের বিরুদ্ধে এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। এপিডিআরকে আদালত কোনও স্বস্তি দিতে পারছে না বলে জানান বিচারপতি সিংহ। তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই সংগঠন বইমেলায় স্টলের জন্য আবেদন করতে পারে। এ বছর কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৮ জানুয়ারি থেকে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

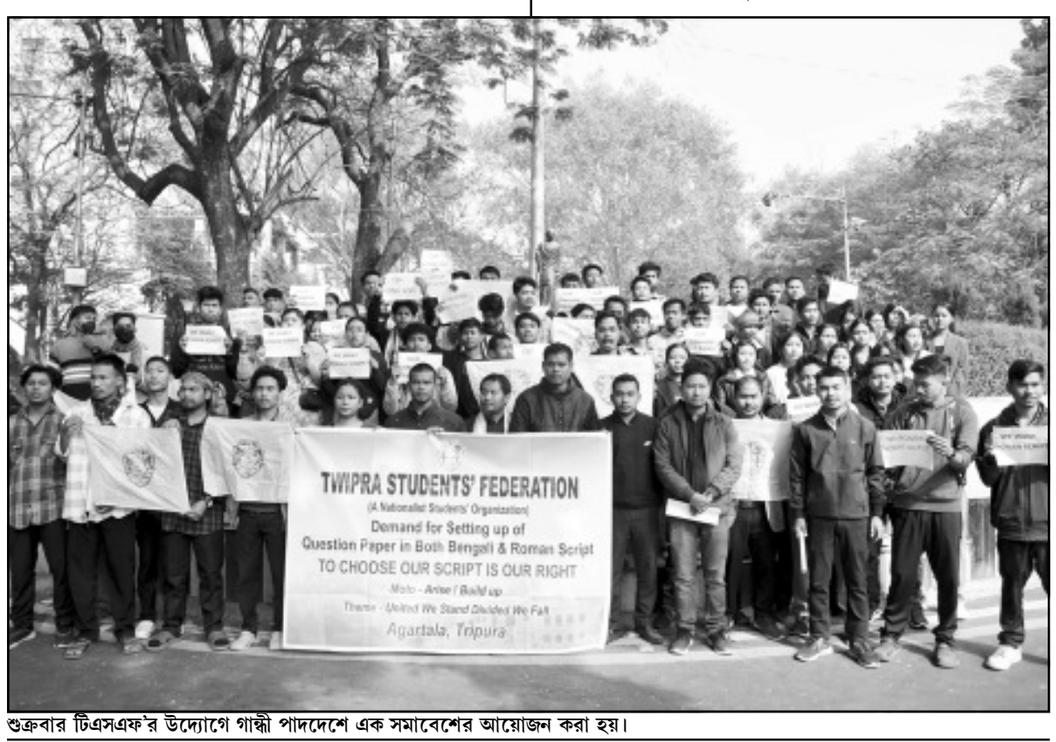

শুক্রবার টিএসএফ'র উদ্যোগে গান্ধী পাদদেশে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এক দিবসীয় মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: শুক্রবার ফিসারী দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এক দিবসীয় মৎস্য উৎসব২০২৫। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে অতিথিদের বরণ করে নেন পানিসাগর কালচারেল সেলের শিল্পীরা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহকারী সভধিপতি ভবতোষ দাস, এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি মামনি রায়, সহ কাজল দাস, বিবেকানন্দ দাস, সঞ্জয় দাস এবং আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

পরবর্তীতে উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং নিত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে চমকপ্রদ হয়ে উঠে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রথমবারের মত আয়োজিত এই মৎস্য উৎসব। এই উৎসবে দপ্তরের বিভিন্ন বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রাংস বিতরণ করা হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবারজাত মাছ ও অলংকারিক মাছের প্রদর্শনীর জন্য আকর্ষণিয় হয়ে উঠে এই উৎসব। মৎস্য দপ্তর ব্যতিত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের স্টল ও বিভিন্ন এস এইচ জি গ্রুপের স্টলের অংশ গ্রহনে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠে এই উৎসব। দপ্তরের এই আয়োজনে সাধুবাদ জানিয়ে গোটা এলাকা উৎসবে মুখরিত।

রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি:তেলিয়ামুড়ার বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী শিবিরের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তস্বল্পতা কাটিয়ে তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সহ স্থানীয় নাগরিকরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসছেন। এন.এস.এস ইউনিট বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীত কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

রক্তদানের মত মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাতদিনব্যাপী এন এস এস ইউনিট বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বুধবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ স্থানীয় নাগরিক ও অভিভাবকগণ। এই দিনের এই রক্ত দানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রক্তদানের প্রতি জাতি ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ যেন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।

ওয়াইটিএফ-র এক দিবসীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: জম্পুইজলা ব্লকের গোলাঘাটি দয়ারামপাড়া কমিউনিটি হলে তিপ্রা মথা দলের যুব সংগঠন ওয়াইটিএফের একদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার দুপুরে। ওয়াইটিএফের গোলাঘাটি ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে অনুষ্ঠিত হয় একটি র‍্যালি। র‍্যালী নতুনবাজার থেকে শুরু হয়ে দয়ারামপাড়া কমিউনিটি হলের সামনে এসে শেষ হয়।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইটিএফের সিপাহীজলা জেলার সভাপতি বাবলু দেববর্মা বলেন, এদিনের সম্মেলনে দলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুব সংগঠনের গোলাঘাটি ব্লক কমিটির নেতৃত্ব বিজন দেববর্মা, যুটন দেববর্মা এবং টিটিএএডিসি সিপাহীজলা জোনালের চেয়ারম্যান রাকেশ দেববর্মা এবং নারী নেত্রী রীনা দেববর্মা।

কমলপুরে কৃষকদের থেকে নয়দিনব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ জানুয়ারি: শুক্রবার কমলপুরের কলাছড়ি গ্রাম সেবক প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে নয়দিনব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়। দুর্গা চৌমুহনী কৃষি মহকুমা ব্যবস্থাপনায় কমলপুরের কলাছড়ি গ্রাম সেবক প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্য, জন সংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যান দপ্তরের সহযোগিতায় নয় দিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। ধান ক্রয় চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত।

এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস। উপস্থিত ছিলেন, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সদস্যা দীপ্তি রক্ষিত,দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা এফপিও সভাপতি পিন্টু শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস পাল, ধলাই জেলার কৃষি সহ অধিকর্তা কমল রিয়াং, দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

মলয়া, গঙ্গা নগর, বালিগাঁও , নোয়াগাঁও, মোহনপুর, ফুলছড়ি, হারের খোলা, কলাছড়ির এলাকার কৃষকরা কলাছড়ি গ্রাম সেবক কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে ধান এনে বিক্রির জন্য জমায়েত করেছেন। এবার অন্য বছর তুলনায় কৃষকরা কলাছড়িতে অনেক কম ধান বিক্রি করতে আনবে।

কারন, কৃষকদের সুবিধার্থে এবার কমলপুরের একাধিক স্থানে সরকার ধান ক্রয় করার সেন্টার করেছে দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক। সরকারি ক্রয় মূল্য প্রতি কুইন্টাল ২,৩০০ টাকা। গত বছরের তুলনায় এবার ক্রয়ের মূল্য বেশি।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস বলেন, সরকার কৃষকদের কিভাবে সন্মান দেওয়া যায়, কৃষকদের কিভাবে উন্নত করা যায় সেই দিশাতে কাজ করছে। আপনারা যে জমিতে কৃষি কাজ করছেন সরকার আপনাদের নানা ভাবে সাহায্য করছে। কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সব কিছুতে সরকার সাহায্য করছে। তারপর আপনারা অধিক পরিমাণে চাষ করে লাভবান হচ্ছেন।

বিক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

সার্কিট হাউজে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখিয়েছে টিএসএফ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার পাশাপাশি রোমান হরফে প্রশ্নপত্র তৈরি করার দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা লিপিতে লেখার জন্য চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় যেন তাদের এই ইস্যু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের এই আন্দোলন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বিল পেশ

● **প্রথম পাতার পর**

৬৬,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পারিবারিক পেনশনও ২৫, ০০০ টাকা থেকে ৪৮,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলটি পেশ করে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছেন, "বেতন, ভাতা ও পেনশনের এই সংশোধনী প্রয়োজনীয়। কারণ মূল্যসূচকের বৃদ্ধি হয়েছে এবং কর্মচারীদের বেতন কাঠামোও উন্নত হয়েছে। এটি কার্যকর হলে প্রায় ১১ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হবে।"

মনমোহনকে স্মরণ

● **প্রথম পাতার পর**

বিদেশে যান। ১৯৫৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং ১৯৬২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।ড. মনমোহন সিং ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৬৯ সালে দেশে ফিরে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। এরপর ১৯৭২ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি অর্থ সচিব এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর হিসেবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করেছিলেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং সংস্কারের যুগে প্রবেশ করে, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।তাছাড়া, ড. সিং ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতেব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত আর্থিক স্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে, ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময় তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব ভারতকে বড় ধরনের আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করেছিল।

তিনি ছিলেন একজন বিনয়ী, সৎ এবং দূরদর্শী অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর প্রয়াণে দেশ এক বিরল প্রতিভাকে হারালো। প্রয়াণকালে তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী গুরশরণ কৌর, তাঁদের তন কন্যা এবং অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগীকে।ত্রিপুরা বিধানসভা প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে।

বৃদ্ধির দাবিতে হৈচৈ

● **প্রথম পাতার পর**

বাজেট অধিবেশন দীর্ঘ হবে। কারণ, মার্চে রাজ্যপালের ভাষণ এবং বাজেট একসাথে হলে আলোচনার জন্য বিশেষ সময় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, এখন এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। তিনি বিরোধী বিধায়কদের আশ্বস্ত করেন, বাজেট অধিবেশনে সমস্ত বিভাগের বিষয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় রাখা হবে।এ বিষয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, যদি সদস্যদের সমস্ত বিভাগের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে সরকার নিজেই তার অর্জনগুলো তুলে ধরার সুযোগ হারাবে। তিনি আরও বলেন, "লোকসভা স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বার্ষিক মিটিংয়ে ছোট রাজ্যগুলির জন্য বিধানসভা অধিবেশন দীর্ঘ হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেছেন। ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলিতে কমপক্ষে ৬০ দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।এছাড়া, কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গত বছর মাত্র তিন দিনের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিপুরা বিধানসভার ইতিহাসে এমন কোনো নজির ছিল না যেমনটা গত বাজেট অধিবেশনে ঘটেছিল। ত্রিপুরা বিধানসভায় কখনোই বাজেট অধিবেশন তিন দিনে শেষ হয়নি; এটি বন্ধ হওয়া উচিত এবং যথাযথ সময় বিধায়কদের জন্য বরাদ্দ করা উচিত," রায় বলেন।এদিন, তিনি অধ্যক্ষের কাছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু, অধ্যক্ষ তাঁর আবেদনে অসম্মতি জানিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পাশে উদ্যোগী হোন। তাতেই গোপাল বাবু ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁর বিক্ষোভের মাঝেই ধ্বনিভোটে ওই রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

১২২৫.০৪ কোটি টাকা

● **প্রথম পাতার পর**

তথ্যে জানা গিয়েছে, রাজ্যভিত্তিক কর ভর্তুকি প্রদানে অন্ধপ্রদেশ ৭০০২.৫২ কোটি টাকা পেয়েছে। তেমনি, অরুণাচল প্রদেশ ৩০৪০.১৪ কোটি টাকা, অসম ৫৪১২.৩৮ কোটি টাকা, বিহার ১৭৪০৩.৩৬ কোটি টাকা, ছত্তিসগড় ৫৮৯৫.১৩ কোটি টাকা, গোয়া ৬৬৭.৯১ কোটি টাকা পেয়েছে। তাছাড়া, গুজরাট ৬০১৭.৯৯ কোটি টাকা, হরিয়ানা ১৮৯১.২২ কোটি টাকা, হিমাচল প্রদেশ ১৪৩৬.১৬ কোটি টাকা, ঝাড়খণ্ড ৫৭২২.১০ কোটি টাকা, কর্ণাটক ৬৩১০.৪০ কোটি টাকা, কেরালা ৩৩৩০.৮৩ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১৩৫৮২.৮৬ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্র ১০৯৩০.৩১ কোটি টাকা, মণিপুর ১২৩৮.৯০ কোটি টাকা। তেমনি, রাজ্যভিত্তিক কর ভর্তুকি প্রদানে মেঘালয় ১৩২৭.১৩ কোটি টাকা, মিজোরাম ৮৬৫.১৫ কোটি টাকা, ন্যাগাল্যান্ড ৯৮৪.৫৪ কোটি টাকা, ওড়িশা ৭৮৩৪.৮০ কোটি টাকা, পাঞ্জাব ৩১২৬.৬৫ কোটি, রাজস্থান ১০৪২৬.৭৮ কোটি টাকা, সিকিম ৬৭১.৩৫ কোটি টাকা, তামিলনাড়ু ৭০৫৭.৮৯ কোটি টাকা, তেলেঙ্গানা ৩৬৩৭.০৯ কোটি টাকা, ত্রিপুরা ১২২৫.০৪ কোটি টাকা, উত্তরপ্রদেশ ৩১০৩৯.৮৪ কোটি টাকা, উত্তরাখণ্ড ১৯৩৪.৪৭ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ ১৩১৭.০৬ কোটি টাকা পেয়েছে।

ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর**

পাওয়া গিয়েছিল। ত্রিপুরায় ১২ এবং ১৩ বছর বয়সী মেয়েদের বিবাহ অস্বাভাবিকভাবে সাধারণ হয়ে উঠেছে। এমনকি শহরাঞ্চলেও এটি ঘটছে, দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও এই ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি কার্যকরী পদক্ষেপের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের সামাজিক ব্যাধির সঙ্গে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে দাবি তাঁর।

তিনি কেরালার পরিবর্তনশীল উদাহরণ তুলে ধরেন, যেটি এক সময় গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছিল, কিন্তু আজকে তা একটি মডেল রাজ্য হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় কেরালাকে " পাগলেরঘর" বলেছিলেন, কিন্তু আজ তা প্রগতির প্রতীক। এটি প্রমাণ করে যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামাজিক সংস্কার সম্ভব।"বাল্যবিবাহ রোধে সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর জনগণকে এগিয়ে এসে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান করেন জেলাশাসক সাজু বাহিদ। এছাড়াও ছাড়াও ত্রিপুরা জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. যোগেশ প্রতাপ সিং, মহিলা ও শিশু অধিকার কেন্দ্রের সহকারী অধ্যাপক এবং কেন্দ্র পরিচালক দেবাশ্রী দেবনাথ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের শ্রমিকের

● **প্রথম পাতার পর**

নিজের এবং পরিবারের রুজি রুটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে রতন দাসের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। এমন অবস্থায় গতকাল রাতে উনি উনার শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন। সেই অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারেন রতন দাসের সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শিপন চৌধুরী সহ এলাকার বিশিষ্টজনদের খবর দেন রতন দাসের সহকর্মীরা।

সেই ঘটনার খবর পেয়ে শিপন চৌধুরীর সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা রতন দাসকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেন কাপড় ফেরিওয়ালা রতন। রতন দাসের মৃত্যুর খবর রতন দাস এর পরিবারের কাছে পৌঁছান উনার সঙ্গে থাকা সহকর্মী সহ স্থানীয় বিশিষ্ট জনেরা। রতন দাস এর পরিবার রতন দাসের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর এক দিকে যখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অন্যদিকে রতনের পরিবার এবং রতনের দুটি ছোট্ট বাচ্চা দুর্গাপুর এলাকার শিপন চৌধুরীকে ফোন মারফত জানায় যে বাবার মৃতদেহ যেন উনারা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় রতন দাসের বাড়িতে পাঠানো হয়। শেষ দেখা দেখতে চায় রতনের পরিবার। সেই খবর পাওয়া মাত্র শিপন চৌধুরী এলাকার বিশিষ্টজনদের সাথে কথা বলে প্রত্যেকের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে অর্ধ লক্ষ টাকা করে শিলচর থেকে অ্যাম্বুলেন্স এনে ধর্মনগর থানার সাহায্য নিয়ে মৃত রতনের কফিনবন্দী মৃতদেহ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এলাকায় রতনের বাড়িতে পাঠায়।

বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর**

সমস্যা নিয়ে এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মূলত ওই বৈঠকে বিমানবন্দরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। তেমনি, যেসমস্ত সমস্যাগুলো। সমাধান করা সম্ভব নয় সেগুলো ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করার হয়ে থাকে। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে বিমান সংখ্যা বৃদ্ধি করা, যাত্রীদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, বিমানবন্দরে কম ভাড়ায় স্টল দেওয়া, লাইটিং বাড়ানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া, আগরতলা বিমানবন্দর থেকে আইজল এবং শিলং বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। অর্নবর্তী সরকার আমলে বাংলাদেশে শান্তি ফিরে আসুক। তখন বাংলাদেশের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালু হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাঃ বিশাল কুমার, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা

রাজ্যপাল

● **আটের পাতার পর**

সরকার নিষিদ্ধ ঘোষিত দুই বৈরী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এন এল এফ টি) এবং ওল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ টি টি এফ) — এর সাথে একটি সমঝোতা পত্র সাক্ষর করেছে এবং ওই দুটি বৈরী দল ভেঙে দিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। তাঁর কথায়, এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছে। আজ রাজ্যপাল ত্রিপুরায় রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্যও রাজ্য সরকারকে বাহবা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মিজোরাম থেকে আগত ও ত্রিপুরায় পুনর্বাসিত ব্রু পরিবারগুলোকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬,২৫০ টিব্রু পরিবারের ২২০০০ জন ওই গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় এসেছেন। তিনি বলেন, ভারত সরকার, ত্রিপুরা, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু সংগঠনের মধ্যে চতুরপাক্ষিক চুক্তির অধীনে প্রতিটি পুনর্বাসিত ব্রু পরিবারকে ১২০০ বর্গ ফুট গৃহস্থ জমি, বাড়ি নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা, চার লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা, ৫০০০ টাকা মাসিক নগদ সহায়তা এবং দুই বছরের জন্য বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসন এলাকায় রাস্তা, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রেশন দোকান এবং সমবায় সমিতি তৈরির মত সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। যুবকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পও চলছে, প্রত্যয়ের সুরে বলেন রাজ্যপাল।এদিন রাজ্যপাল ২০২৪ সালে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।এদিন তিনি বলেন, ২০২৪ সালে উনিশ থেকে তেইশ আগস্ট সময়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্য ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে ওই সময় রাজ্যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই বন্যা ও ভূমিধসের জন্য ত্রিপুরার ৩৮ জন নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং ৩.৭ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ট্রেন শিবিরে আশ্রয় নিয়ে হয়েছিল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স তহবিল থেকে চার লক্ষ টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল রিলিফ তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করেছে।তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ওই বন্যায় রাজ্যে কৃষি, পরিকাঠামো, জীবিকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১৪২৪৭ কোটি টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার ভয়াবহ বন্যার ওই সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসডি আর এ এন ডি আর এফ, ভারতীয় বায়ু সেনা, রাজ্যের সরকারি আধিকারিক ও স্বেচ্ছা সেবীদের মোতায়েন করেছিল। রাজ্যে ৮৮৯ টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। সেখানে বন্যা দুর্গতদের আশ্রয় ছাড়াও খাদ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।এদিন রাজ্যপাল ভীষণ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১০০৫ কোটি টাকা জিএসটি, ৩০৭ কোটি টাকা ভ্যাট এবং ২৩১ কোটি টাকা আবগারি শুল্ক ত্রিপুরা সরকার আদায় করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে জিএসটি ৮.৩৭ শতাংশ, ভ্যাট ৯ শতাংশ এবং আবগারি শুল্ক ৪ শতাংশ সংগ্রহ বেড়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন নাগরিকদের উৎসাহিত করতে সময়মতো কর প্রদানের জন্য ১৬৪ জনকে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া রাজ্যপাল এদিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতির জন্য ত্রিপুরা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর দাবি ত্রিপুরা উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলেছে। তাতে তিনি বিধানসভার সকল সদস্যদের রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর আবেদন, আমরা সবাই একসাথে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করি।

বন্যা

● **আটের পাতার পর**

টাকা। বন্যার সময় এসডিআরএফ-এর ৩২টি দল, এনডিআরএফ-এর ১১টি দল, ১০০০ প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, ৯০০ আপদামিত্র স্বেচ্ছাসেবক এবং ৫৪টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল সারা রাজ্যে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নিযুক্ত ছিল। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য বন্যার পর আন্তমন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় দল দু"বার রাজ্য সফর করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় দলের সফরের পর অতিরিক্ত ত্রাণ তহবিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭,০৮১ কোটি টাকার একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। যা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। অবিলম্বে ত্রাণ পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার ৫৬৪ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন রাজ্য এবং জনসাধারণ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা দান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ১৪,৮৩৭৯ জন কৃষককে ১০০০ টাকা করে ১, ৪৮৩.৭৯ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

তাছাড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৬.২১ লক্ষ টাকার বীজ, চারা এবং সার প্রদান করা হয়েছে। উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের থেকে ৪৫,৩৪৯ জন কৃষককে ৯৪৬.৫২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং ১২১৪০৯৮ সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের সব্জির চারা প্রদান করেছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে ২৮৪২ জন সুবিধাভোগীকে ৩৪১.২১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং ৪২.১১ লক্ষ টাকার পশু খাবার, ঔষধ এবং টিকা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে মোট ১৪,৪৫১ জন সুবিধাভোগীকে ৭৮৪.১৯ লক্ষ টাকার সহায়তা প্রদান করেছে, তারমধ্যে ২২৬৪ জনকে ১৫৪.৯০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা এবং ১২,১৮৭ জনকে ৬২৯.২৯ লক্ষ টাকার অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছে। শ্রম দপ্তর থেকে ৩৬,৩৮৯ জন সুবিধাভোগীকে ১,৪৫৫.৫৬ লক্ষ ট

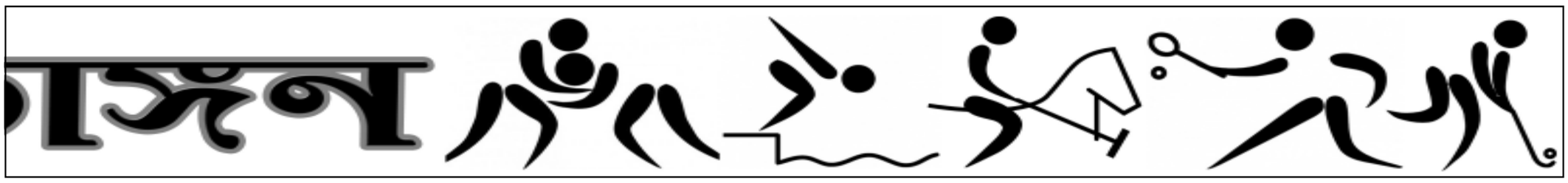

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। দুটি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল ইতোমধ্যে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। আগামীকাল সকাল ৯ টা থেকে সদরের চার মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামীকাল বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয় মাঠে গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন জিবি প্লে সেন্টার খেলবে গ্রুপ গ্রুপ বি এর চতুর্থ স্থানাধিকারী জুয়েলস কোচিং সেন্টারের সঙ্গে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে গ্রুপ-এ রানার্স প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে গ্রুপ বি-এর তৃতীয় স্থানাধিকারী এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে গ্রুপ এ-এর তৃতীয় স্থানাধিকারী এনএসআরসিসি খেলবে গ্রুপ বি-এর রানার্স চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। নীপকো মাঠে গ্রুপ এ-এর চতুর্থ স্থানাধিকারী কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টার খেলবে গ্রুপ বি-এর চ্যাম্পিয়ন এডি নগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, গ্রুপ বি-তে এ ডি নগর প্লে সেন্টার এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পয়েন্ট সমান হলেও রান রেট-এর নিরিখে এডি নগর প্লে সেন্টার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার গ্রুপ রানার্স হয়েছিল।

মহিলা অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে টানা চার ম্যাচে পরাজিত ত্রিপুরা

কেরল - ২৫৭/৮ ত্রিপুরা - ৬৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয়ের ট্র্যাডিশন বজায় রাখলো ত্রিপুরা। টানা চার ম্যাচে পরাজিত হয়ে কোণঠাসা রাজ্য দল। অনূর্ধ ১৯ বালিকাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। নাগপুরের লেডি অমৃতবাই দাগা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১৯০ রানে। কেরলের গড়া ২৫৭ রানের জবাবে ত্রিপুরা মাত্র ৬৭ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরাকে পরাজিত করে আসরে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল কেরল। শুক্রবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কেরল নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন শীতহাল ভিজে। শীতহাল ৪৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে শ্রদ্ধা সুমেশ ৫৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪৭, শ্রেয়া সিজু ৫৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৩, নিয়া নাজনীন ৩০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সাহায্যে ত্রিশ, ইসাবেল ৪২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং গৌরী নন্দনা ৩৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। ত্রিপুরার পক্ষে অন্ত রানী নোয়াতিয়া ৩৭ রানে এবং মধুমিতা সরকার ৪৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা মাত্র ৬৭ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ১৯ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। ত্রিপুরার পক্ষে অস্মিতা দেবনাথ ১৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ রান করে। ত্রিপুরার আর কোন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। কেরলের পক্ষে ইসাবেল ৫ রানে, নিয়া নাজনিন ১০ রানে, ঈশিতা এগারো রানে এবং এশা জোবিন ১১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। ১২ জানুয়ারি ত্রিপুরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে।

শোকে বিহ্বল কিংবদন্তি ঝুলন

কলকাতা: নদিয়ার চাকদহ থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে কলকাতা। তারপর বিবেকানন্দ পার্কে ক্রিকেট সরঞ্জাম নিয়ে রগড়ানি। পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নকে প্রত্যেক দিন লালন পালন করে গিয়েছেন। পরিশ্রম করেছেন অক্লান্ত। বিফলে যায়নি সেই সাধনা। চাকদহের সেই কন্যাই পরবর্তী কালে হয়ে ওঠেন মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি - ঝুলন গোস্বামী। যাঁর জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক। নাম ভূমিকায় বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা।

ছাত্রীর জীবনযুদ্ধ রুপোলি পর্দায় কতটা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল, তা আর দেখে যাওয়া হল না গুরুর। প্রয়াত হলেন ঝুলন গোস্বামীর কোচ স্বপন সাধু। বিবেকানন্দ পার্কে যাঁর প্রখর নজরে আর তত্ত্বাবধানে ঝুলনের ক্রিকেটীয় স্বপ্নের বিকাশ, প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে খবর সোমবার জানালেন ঝুলন নিজেই। কোচের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন ঝুলন। সঙ্গে লিখেছেন, "আজ আমি শুধু একজন কোচকে হারালাম তাই নয়, হারালাম একজন মেন্টর ও পথ প্রদর্শককে। স্বপ্নন সাধু স্যর, আপনি শুধু ক্রিকেটার হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও আমাকে গড়ে তুলেছিলেন। আপনার শিক্ষা আমার হৃদয়ে অনুরণিত হবে। শান্তিতে থাকুন। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ। আপনার কথা সব সময় মনে পড়বে। ওম শান্তি।"

চাকদহ থেকে বিবেকানন্দ পার্কে এসে স্বপ্ন ছোঁয়ার দৌড়, ঝুলনের জীবন যেন রূপকথা। স্বপন সাধুর কোচিং ক্যাম্পে তিনি যে দিন প্রথম গিয়েছিলেন, ঝুলন অপেক্ষা করছিলেন স্যর কখন তাঁকে ব্যাট করতে দেবেন। কিন্তু অভিজ্ঞ স্বপন স্যর তাঁর উচ্চতা দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন, এ মেয়েকে দিয়ে বল করাতে হবে। ব্যাটিং নয়, তাঁর হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন।

বল হাতে চাকদহ এক্সপ্রেসের দৌড় সেই শুরু।

প্রায় পনেরো বছরের আন্তর্জাতিক জীবনে পেরিয়ে গিয়েছে অনেক উজ্জ্বল স্টেশন! বিশ্বের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। বিশ্বের দ্রুততম বোলার। আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটার। বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার। বিশ্বের সেরা পেসার। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে একমাত্র কপিল দেব যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। কপিল ছাপিয়ে গিয়েছিলেন রিচার্ড হ্যাডলিকে। বঙ্গতনয়া ভেঙে দিয়েছিলেলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি বোলার ক্যাথরিন ফিৎজপ্যাট্রিকের দশ বছরের রেকর্ড। সেই ক্যাথরিন, যিনি ঝুলনের আদর্শ বোলার।

ইডেনে ঝুলনের নামে একটি স্ট্যান্ডের নামকরণ হচ্ছে। ২২ জানুয়ারি ভারত-ইংল্যান্ড টি-২০ ম্যাচের আগে স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে। সেই বর্ণময় দিন আর দেখে যাওয়া হল না কোচ স্বপন সাধুর।

সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিসিসিআই! রোহিত-বিরাটকে নিয়ে কী ভাবছে 'অখুশি' বোর্ড?

বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে দুরবস্থার পর কি টেস্ট থেকে অবসর নেবেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি? আলোচনা তুঙ্গে। কোহলি এই নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। অন্যদিকে রোহিত শর্মা দৃঢ় স্বরেই জানিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ভাবছেন না। কিন্তু বিসিসিআই কি ভাবছে তাঁদের নিয়ে?

একে তো দশবছর পর হাতছাড়া হয়েছে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি। তার উপর রোহিত-বিরাটের ফর্ম নিয়েও চূড়ান্ত অস্বস্তি। রোহিত তিন টেস্টে করেছেন মাত্র ৩১ রান। গড় ৬.১। নেতৃত্বও দিশাহীন। ভারত অধিনায়কের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে এই সফর। অন্যদিকে পারথে একটি সেঞ্চুরি ছাড়া বিরাটের ফর্ম বলার মতো নয়। আটবার অফ স্টাম্পের বাইরে খোঁচা দিয়ে ফিরেছেন। ২৩.৭৫ গড়ে করেছেন ১৯০ রান। একটি সূত্রের মতে, "কর্মকর্তারা এই হার নিয়ে প্রচণ্ড অখুশি। দল একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ক্রিকেটাররা ঘরে ফিরলেই আমরা এই হার নিয়ে তদন্ত করব।"

সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ম্যাচের পর যখন গাভাসকর ও ইরফান পাঠান দলের হার নিয়ে কাটাছেঁড়া করছিলেন, বিসিসিআইয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সবই শুনেছেন। আর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি? তাঁদের নিয়ে কী ভাবছে বিসিসিআই? ওই সূত্রের মতে, "দুই ক্রিকেটারই টেস্ট থেকে নিজেদের অবসর নিয়ে কিছু জানায়নি। বিসিসিআই-ও ওঁদেরকে অবসর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু দলের ভালোর জন্য কিছু একটা পদক্ষেপ তো নিতেই হবে।"

কী সেই পদক্ষেপ সেটা অবশ্য খোলসা করে বলা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, "যখন সময় আসবে, তখন নির্বাচকরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।"

ওই সূত্রের মতে, বিসিসিআইয়ের সম্ভাব্য সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ও সম্ভাব্য কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ ভাটিয়াও বিরাট কোহলির অফ ফর্ম নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত।

'৩০ শতাংশ ফিট' আনোয়ারকে শনিবার খেলাতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ দিকে চোট পেয়েছিলেন। খেলা শেষে হুইলচেয়ারে মাঠ ছাড়েন। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের সময়ও দেখা গেল, ভালই চোট রয়েছে আনোয়ার আলির। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছেন না। ডার্বিতে কি খেলতে পারবেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার? জবাব দিলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো। আইএসএলের ডার্বিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে শেষ অনুশীলন ছিল ইস্টবেঙ্গলের। শনিবার গুয়াহাটিতে ম্যাচ। অনুশীলনের সময় দেখা গেল কোনও রকমে হাঁটছেন আনোয়ার। মাঠে গেলেও অনুশীলন করলেন না তিনি। কিছু ক্ষণ পরেই মাঠ ছাড়লেন। তাঁর পা এখনও ফুলে রয়েছে। দলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার শৌভিক চক্রবর্তীও পুরো অনুশীলন করেননি। যদিও অনুশীলন শেষে শৌভিক জানিয়েছেন, ডার্বিতে নামতে তৈরি তিনি।

কলকাতা ছাড়ার আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ ব্রুজো মুখ খুললেন আনোয়ারের চোট নিয়ে। তিনি বলেন, "ডার্বিতে নামার আগে এখনও অনেকটা সময় বাকি। আগের ম্যাচেই আনোয়ার চোট পেয়েছে। ওকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছি।" ব্রুজো জানিয়েছেন, এখন আনোয়ারের খেলার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ। তবে ২০ জনের দলে থাকবেন তিনি। ম্যাচের আগে আনোয়ারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

ডার্বির আগে চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সাউল ক্রেসপো। কিন্তু তাঁকেও হয়তো ডার্বিতে পাওয়া যাবে না। কারণ, ম্যাচ পুরো ফিট নন তিনি। ব্রুজো বলেন, "ক্রেসপো অনুশীলন করলেও খেলার জায়গায় নেই। তবে শৌভিক অনেকটাই ফিট। ও অনুশীলনও করেছে।"

শেষ মুহূর্তে ডার্বির মাঠ বদলে যাওয়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সে সব ভাবতে নারাজ ব্রুজো। ইস্টবেঙ্গল কোচ শুধু প্রস্তুতির দিকে নজর রাখতে চান। সমস্যা নিয়ে গলা ফাটাতে চাইছেন না তিনি। ব্রুজো বলেন, "আমাদের ফোকাস প্রস্তুতিতে। মাঠ চূড়ান্ত না হওয়ায় অনুশীলনের পরিকল্পনায় কিছু বদল করতে হয়েছে। তাতে অবশ্য সমস্যা নেই। আমরা সকলেই পেশাদার। ডার্বির জন্য আমরা মানসিক ভাবে তৈরি।"

পয়েন্ট তালিকায় প্রতিপক্ষ মোহনবাগান শীর্ষে রয়েছে। তাঁরা ১১ নম্বরে। তবে কি নামার আগে বেশি চাপে রয়েছেন তাঁরা। নাকি নিজেদের আন্ডারডগ ভাবছেন। ডার্বিতে কোনও দল আন্ডারডগ হয় না বলেই মনে করেন ব্রুজো। লাল-হলুদ কোচ বলেন, "এই ধরনের ম্যাচে কি কেউ আন্ডারডগ হয়? আমার মনে হয় ম্যাচ ৫০-৫০ রয়েছে। ওরা বেশি জিতেছে।

বজরং দলের উদ্যোগে কাবাডি প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে রাজ্যে চলছে এখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় খেলা খেলো কাবাডি প্রতিযোগিতা। গত একমাস ধরেই চলছে এই প্রতিযোগিতা। জোনাল ভিত্তিক প্রতিযোগিতার শেষে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য আসর। শুক্রবার আগরতলা আলোক সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দলের সেন্ট্রাল জোনের খেলো কাবাডি প্রতিযোগিতা। তাতে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে।এদিন দুপুরে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত মন্ত্রী শংকর রায়। এছাড়াও ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব সহ আরো বিশিষ্টজনেরা। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য ট্রফি।একদিনের এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে লক্ষ্য করা যায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর দাবায় জমাট লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতায় জমজমাট লড়াই চলছে দাবাড়ুদের মধ্যে। পাঁচ রাউন্ডের এই দুদিনের এই আসরে প্রথম দিনে তিন রাউন্ডের শেষে তিন জন দাবাড়ু ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। তার হলেন, কিংশুক দেবনাথ, অনুরাগ ভট্টাচার্য্য ও রাজবীর আহমেদ। আন্তর্জাতিক দাবাড়ু আরাধ্যা দাস রয়েছে ২ পয়েন্টে। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত আসর শুক্রবার সকালে শুরু হয় এতে ৩১ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। আসরে তিন রাউন্ডে আড়াই পয়েন্ট পায় মেহেকদীপ গোপ। আরাধ্যা ছাড়া দুই পয়েন্টে রয়েছে আরো দশ জন। আসরের দ্বিতীয় দিনে আজ আরো দুই রাউন্ডের লড়াই হবে। আসরের আরবিটার হলেন মিঠুন রায়।

এদিকে, এদিন সকালে ক্লাবে পতাক উত্তোলন করে তিনদিনের কর্মসূচীর সূচনা করা হয়। এতে ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও সচিব কমল দেব সহ সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। বিকালে হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এটি পরিচালনা করেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়। পরে সন্ধ্যায় হয় কচিকাঁচাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আজ দাবা ছাড়াও সকাল ১০টা থেকে হবে দুটি বয়স বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা। পরে সন্ধ্যায় হবে যেমন খুশী সাজ প্রতিযোগিতা।

সৌদি প্রো লিগে গোল রোনাল্ডোর

বয়স বাড়লেও গোল করা কমছে না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার আল নাসেরের হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে গোল করলেন। তাঁর করা গোলে আল ওখদুদকে হারিয়ে দেয় আল নাসের। ৩-১ গোলে জিতল রোনাল্ডোর দল।

এ বারের সৌদি লিগে ১১টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন তিনি। শীর্ষে থাকা আল হিলালের আলেকসান্দার মিত্রোভিচের থেকে একটি গোল কম করেছেন রোনাল্ডো। ১২টি গোল করে মিত্রভিচ এখন শীর্ষে রয়েছেন।

আল ওখদুদের বিরুদ্ধে ৬ মিনিটের মাথায় পিছিয়ে পড়েছিল আল নাসের। সেভিয়র গডউইনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ওখদুদ। ২৯ মিনিটের মাথায় সেই গোল শোধ করেন সাদিয়ো মানে। ৪২ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। তাঁর সেই গোলে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই এগিয়ে যায় আল নাসের।

ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে মহিলা অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেটে বরোদায় পর্যুদস্ত ত্রিপুরা

ত্রিপুরা - ৫২ বরোদা- ৫৫/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও ব্যাটিং ব্যর্থতা। আরও তাতে আবারও পরাজিত ত্রিপুরা। মিজোরামের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করেছিলেন বারোদার বিরুদ্ধে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে মেয়েরা। কার্যত এর ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। পরাজয়ের ট্র্যাডিশন বজায় রাখলো ত্রিপুরা। জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ - ২৩ বালিকাদের টি - ২০ ক্রিকেটে। শুক্রবার বরোদা বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে পরাজিত হলো ত্রিপুরা। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় কার্যত বিনা লড়াইয়ে হারতে হলো ত্রিপুরাকে। কিনান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় মাত্র ৫২ রানে গুটিয়ে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। তৃতীয় উইকেটে পূজা দাস এবং আম্বেশা দাস যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে ত্রিপুরার ইনিংস সম্ভবত ৩০ রানের মধ্যে গুটিয়ে যেতো। তৃতীয় উইকেটে এই জুটি ২১ রান যোগ করেন ৩০ বল খেলে। আম্বেশা ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং পূজা ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। এই দু জন ছাড়া ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। বরোদার পক্ষে মৈত্রী মানিয়ার ৭ রানে ৫ টি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরার কোমর ভেঙ্গে দেন। সহজ লক্ষ্যকে তারা করতে নেবে বরোদা ১০.৪ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দলনায়ক অমৃতা জোসেফ ৩৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে এবং নিধি ধামুনিয়া ২৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে একমাত্র উইকেটটি দখল করেন মামিতা দেব। ১২ জানুয়ারি আসরে ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু।

গম্ভীরের উল্টো সুর খোয়াজাদের মুখে, সিডনির পিচের সমালোচনা অসিদের

সিডনি টেস্টে হারলেও পিচের প্রশংসা করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। জানিয়েছিলেন, এ রকম পিচই দরকার টেস্ট ক্রিকেটের জন্য। তবে উল্টো সুর শোনা গেল উসমান খোয়াজা এবং স্টিভ স্মিথের মতে। দু'জনেই জানালেন, সিডনির পিচ মোটেই ব্যাটিংয়ের উপযোগী ছিল না। জিতলেও অসি ক্রিকেটারেরা মুগ্ধ জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে।

ম্যাচের পর খোয়াজা বলেছেন, "মিথ্যা কথা বলব না। আগে থেকে সিডনির উইকেট নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাইনি। খুব একটা ভাল উইকেট মোটেই ছিল না। প্রথামাফিক সিডনির উইকেট বানানো হয়নি। গোটা পিচ ভেঙে গিয়েছিল। প্রচুর ঘাস ছিল। ব্যাট করতে সমস্যা হয়েছে। স্কোরবোর্ড দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন।"

সিডনির ঘরের ছেলে স্টিভ স্মিথও পিচ নিয়ে খুশি নন। তিনি বলেছেন, "আমার খেলা সবচেয়ে কঠিন সিডনির পিচ। অনেক কঠিন ছিল খেলা। দু'দিক থেকে গতিশীল ছিল। সুইং করছিল বল। আগে কোনও এসসিজি-তে এ রকম উইকেটে খেলিনি। ব্যাট করতে সমস্যা হয়েছে।"

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। বিপক্ষের ব্যাটারদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন তিনি। তবে শেষ দিন বল করতে পারেননি। ট্রেভিস হেড বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়া দলের ১৫ জনই চাইছিল যাতে শেষ দিন ও বল না করে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছে। দারুণ একটা সিরিজ কাটিয়েছে। টেস্ট খেলা শুরু করার পর থেকে আমার দেখা সেরা সিরিজ।" খোয়াজা বলেছেন, "আমার মানসিকতা ঠিকই ছিল। কিন্তু বুমরাহকে খেলতে পারিনি। চাই না কখনও কেউ চোট পাক। তবে বুমরাহের চোটে আমাদের বেশ সুবিধা হয়েছিল। ওকে খেলা দুঃস্বপ্নের মতো।"

সিডনিতে জয়সূচক শট এসেছে অভিষেককারী ক্রিকেটার বিউ ওয়েবস্টারের ব্যাট থেকে। তাঁর মতে, ক্রিকেটজীবনের সেরা মুহূর্ত হিসাবে হয়তো এটাই থেকে যাবে। তিনি বলেছেন, "একটা বাউন্ডারি মারার পরেই দেখছিলাম জয়ের জন্য চার রান চাই। হাতে মাত্র দুটো বল ছিল। ভাবছিলাম, চার মেরে দেশকে জেতানোর সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে। ঠিকই করেছিলাম, যা হয় হোক চার মারার চেষ্টা করব। ভাগ্য ভাল ব্যাটে-বলে যোগাযোগ ঠিকঠাক হয়েছিল।"

এ দিকে, সিডনির টেস্ট পরিচিত গোলাপি টেস্ট নামে। ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয় এই টেস্টের মাধ্যমে। এই ধরনের টেস্টের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন স্যাম কনস্টাস, যিনি দু'জন কাছের লোককে হারিয়েছেন ক্যানসারে। বলেছেন, "ম্যাকগ্রাথ ফাউন্ডেশনের একটা বিশেষ পরিকল্পনা এই টেস্ট। আশা করি আরও সচেতনতা ছড়াতে পারব। আমি ভাইঝিকে হারিয়েছি লিউকেমিয়ায়। ঠাকুর্দা মারা গিয়েছেন পেটের ক্যানসারে। তাই সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে নতুন সমস্যায় আইসিসি, পাকিস্তান, নেপথ্যে সে-ই ভারত

ভারতের আপত্তিতেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা করতে দেরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে হবে প্রতিযোগিতা। ভারত তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে। এ বার ভারতের জন্যই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আরও এক সমস্যায় আইসিসি। প্রতিযোগিতার আগে প্রস্তুতি ম্যাচের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে কারা খেলবে তা ঠিক করতে সমস্যা হচ্ছে।

ভারত যে হেতু তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে, তাই প্রস্তুতি ম্যাচও সেখানেই খেলবে তারা। ভারতের গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউ জিল্যান্ড। প্রস্তুতি ম্যাচে সাধারণত দু'টি আলাদা গ্রুপের দল খেলে। অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি দেশ খেলবে। এই দলগুলি গ্রুপ পর্যায়ে তাদের সব ম্যাচ পাকিস্তানে খেলবে। তাই সে দেশেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চাইছে তারা। দুবাইয়ে যেতে চাইছে না। এখন দুবাইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার জন্য একটি দেশকে রাজি করাতে হবে আইসিসিকে।

শুধু রাজি করালেই হবে না, সেই দেশের ক্রিকেটারদের যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে। পাকিস্তান যে হেতু আয়োজক দেশ, তাই সব ব্যবস্থা তাদের করতে হবে। এমনিতেই দুবাইয়ে অন্তত চারটি ম্যাচ হবেই। এ বার প্রস্তুতি ম্যাচের জন্যও বাড়তি খরচ করতে পাকিস্তান রাজি হবে কি না সেই প্রশ্নও রয়েছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছে আইসিসি। প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য আফগানিস্তানকে রাজি করানো সবচেয়ে সহজ। যে হেতু তারা তাদের হোম ম্যাচ ভারতে খেলে তাই তারা রাজি হতে পারে। সেই বিষয়টিও খেয়াল রাখছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

দুবাই ছাড়া পাকিস্তানের লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেলা। অর্থাৎ, এই তিনটি মাঠেও প্রস্তুতি ম্যাচ আছে। কিন্তু এখনও তিনটি মাঠ প্রস্তুত নয়। সংস্কারের কাজ চলছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে মাঠ তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে আইসিসি। যা পরিস্থিতি তাতে সময়ে কাজ শেষ হওয়া চ্যালেঞ্জ। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি দাবি করেছেন, সময়ের মধ্যে তিনটি মাঠই খেলার জন্য পুরো তৈরি হয়ে যাবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ২৩ ফেব্রুয়ারি হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ভারত তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। যদি তারা সেমিফাইনালে না ওঠে তার পরেও একটি সেমিফাইনাল দুবাইয়েই হবে। ভারত ফাইনালে উঠলে সেটিও দুবাইয়ে হবে। তবে ভারত যদি ফাইনালে না ওঠে তা হলে ফাইনাল দুবাইয়ের বদলে লাহোরে হবে।

বিরাট কোহলিকে নিষিদ্ধ করা হোক! তোপ প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকার

বিরাট কোহলিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত! বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ পেসার স্টিভ হার্মিসন। তাঁর মতে, অজি তারকা স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে যেভাবে ঝামেলায় জড়িয়েছেন বিরাট, সেকারণে তাঁকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত।

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই কনস্টাস বিবাদে জড়ান তাঁর 'প্রিয়' ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে। ওভার শেষে ক্রিজের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিলেন কোহলি। দুই অজি ব্যাটারও আসছিলেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে। দু'জনের কাঁধে ধাক্কাধাক্কি হয়। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়। যদিও উসমান খোয়াজা এবং আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি বেশিদূর এগোয়নি।

তবে ম্যাচ শেষে শাস্তি পেতে হয়েছে বিরাটকে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট মনে করছেন, বিরাট ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিয়েছেন। ম্যাচ শেষে পাইক্রফট কিং কোহলিকে তলব করেন। মিনিট দশেক কথা হয় দুজনের। সূত্রের খবর, বিরাট নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন। শাস্তি হিসাবে বিরাটকে এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। সঙ্গে তাঁর ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা হিসাবে কাটা হয়। যদিও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ হওয়ার পরে সৌজন্য দেখা যায় বিরাট-কনস্টাসের মধ্যে।

গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন ইংরেজ তারকা মুখ খোলেন একটি পডকাস্টে। তিনি বলেন, "মাঠে কোহলি যা করেছে, সেটা পুরোপুরি আইনবিরুদ্ধ। ও যা করেছে, তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। ক্রিকেটার হিসাবে বিরাটকে আমি খুবই পছন্দ করি। ক

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের বন্যা রাজ্যের জন্য একটি অনাকাঙ্খিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। রাজ্য সরকার, ত্রাণ সংস্থা ও সর্বোপরি জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত আগস্ট মাসে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। বন্যার ফলে সারা রাজ্যে ৫৮ হাজার ৭৮০টি ঘরবাড়ি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের জন্য ৫৩,৮৩০টি পরিবারকে এখন পর্যন্ত ৫৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বাসনপত্র ও পরিধানের কাপড় বাবদ ৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বন্যা ও ভূমিধসের কারণে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে সরাসরি ৩১ জন মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আজ বিধানসভায় জনস্বার্থে আনা একটি

বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর আনা বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিলো "এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে গত বছরের আগস্ট মাসে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারকে অবিলম্বে পর্যাপ্ত সরকারি সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হোক"। এই বিষয়ে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল রায়, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

বেসরকারি প্রস্তাবটির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১৯ থেকে ২৩ আগস্ট ভারী এবং অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে ত্রিপুরা অভূতপূর্ব বন্যার সম্মুখীন হয়েছিলো। রাজ্যের ১২টি নদীর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জুরি নদী ছাড়া ১১টি নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল। বন্যায় ১৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ৪ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ স্থানে এবং ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। সারা রাজ্যে ৮৮৯টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিলো। তাতে ২ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। বন্যা ও ভূমিধসে ৩৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাথমিক হিসেবে রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষি ও উদ্যান বিভাগে। যার পরিমাণ ৩,২৫২ কোটি টাকা। জলসম্পদ দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ ৩,০৮৩ কোটি টাকা। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ৩,০০৯ কোটি, পূর্ত দপ্তরে (রাস্তা এবং সেতু) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৯০০ কোটি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ ১,৫৪৩ কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তি ও উন্নয়নের সাথে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণ বিধানসভায় ভাষণে ত্রিপুরা সরকারের প্রশংসায় রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : শান্তি ও উন্নয়নের সাথে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরা বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণে ওই বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে জনজাতি অংশের জনগণকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে কর সংগ্রহে সাফল্য রাজ্যপালের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আজ শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভায় রাজ্যপাল ইন্দ্রোসেনা রেড্ডি নাল্লু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, উন্নয়নের পথে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলার নীতিই হল 'সবকা সাথে সবক বিকাশ'। ওই নীতি ত্রিপুরায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এদিন রাজ্যপাল বলেন, ২০২৪ সালে ভারতবাসী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারে তৃতীয় বারের জন্য আস্থা দেখিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারও বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তাই তিনি গর্বের সাথে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এবং রাজ্য নেতৃত্বের আন্তরিক প্রচেষ্টার

ফলে এ রাজ্যে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কৃষি এবং জনজাতি কল্যাণ সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি।

তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার নাগরিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে। তাঁর দাবি সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন সাধন হচ্ছে ত্রিপুরার উন্নয়নের রূপরেখার মূল মন্ত্র। সেজন্য মহিলা, শিশু ও অবহেলিত জাতিগোষ্ঠী সহ সমাজের দুর্বল ও অবহেলিত মানুষের উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জোর গলায় বলেন, দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সমাজ গঠনে কাজ করে চলেছে। তাতে প্রতিটি ব্যক্তি রাজ্যের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা নেবে এবং তাঁর সুফলও ভোগ করবে।

এদিন তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে নেওয়া এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের ফলে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং তিপ্রা মথার মধ্যে ২০২৪ সালের ২ মার্চ এক ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদের স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নল্লু। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, ভারত সরকার ও ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার সচেতন: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান সরকার সচেতন। প্রতিটি সরকারি দপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেই মোতাবেক নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই একটি স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন করেছেন এবং ইতিমধ্যে এই নিয়োগনীতির মাধ্যমে বর্তমান সরকার, বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করে চলেছে। আজ বিধানসভায় এক বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। বিধায়ক নয়ন সরকারের আনা বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিলো "ত্রিপুরা সরকারের দপ্তরগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকা পদগুলি পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করুক"। বেসরকারি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

আলোচনায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে ১৩ হাজার ৬৫৪ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জেআরবিটি গ্রুপ ডি পদে ২,৪৩৭ জনকে ইতিমধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। শীঘ্রই তাদেরকে বিভিন্ন দপ্তরে পোস্টিং দেওয়া হবে। এছাড়া অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে ১২ হাজার ৪১৯ জনকে বিভিন্ন পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার হিসেবে ১, ০৩৯ জন, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার হিসেবে ১,১৬০ জন, আরক্ষা প্রশাসনে এসপিও পদে ১,২৬২ জন, বিভিন্ন দপ্তরে আউট সোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিতে ৫,৭৭১ জন, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২,৯৮৭ জনকে সিকিউরিটি গার্ড ও অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য পুলিশ দপ্তরে এসআই, ১,৯১৬ জন কনস্টেবল, ৬,০৬৭ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ, ১০০ জন এমপিডব্লিউ, ২২৯ জন পিআই, ৩০৪ জন ফায়ারম্যান, ২৫ জন ড্রাইভার নিয়োগ সহ বিভিন্ন দপ্তরে ৯,৬২৬টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা বিভিন্ন দপ্তরে ২, ৬২৭টি পদে লোক নিয়োগের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। আলোচনায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গত ৩ বছরে ৪০,০৭০টি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১,৬১৭টি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করেছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডোর স্টেপ ইনসিমিনেশন ওয়ার্কার হিসেবে ৩৪২ জনকে স্বনির্ভর করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাভারত থেকে বিভাজন: উন্মোচন হল নতুন বই 'মাস্টার অফ টাইম'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন উপলক্ষ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা উনার নতুন বই 'মাস্টার অফ টাইম' উন্মোচন করলেন। এ বইটি ত্রিপুরার ইতিহাস সমৃদ্ধ, বিস্তারিতভাবে ইতিহাসকে বর্ণনা করে। বইটি মহাভারত থেকে বিভাজনের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি এটি ত্রিপুরার অতীতের একটি আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরে। শুধুমাত্র শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে নয়, বরং একটি গল্পের মাধ্যমে আধুনিক পাঠক, বিশেষ করে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করতে এই বইটি কে তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার আগরতলা বইমেলায় এই বইটি উন্মোচন করা হয়েছে। সেখানে বইস্বাক্ষর অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী দেববর্মা বলেন, 'মাস্টার অফ টাইম' ঐতিহাসিক সময়রেখার উপর ভিত্তি করে হলেও এটি একটি প্রচলিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নয়। বরং, এটি বর্ণনামূলক আকারে

লেখা একটি বই, যা ত্রিপুরার ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। এটি জীবন্ত বর্ণনা ও ৩০০ পৃষ্ঠার বেশি ঐতিহাসিক ছবির মাধ্যমে তৈরি। এই বইটি ত্রিপুরার ইতিহাসকে একটি গল্পের মতো উপস্থাপন করতে চায়, যা তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও সহজলভ্য এবং আকর্ষণীয়।

তিনি আরও বলেন, বইটি ত্রিপুরার রাজ অন্দর এবং রাজশাসনের অনেক গোপনীয়তার উপর আলোকপাত করেছে, যা ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী পাঠকদের জন্য একটি চমকপ্রদ বিষয়।

তিনি তার পূর্ববর্তী প্রকাশনা 'ভিউস, রিভিউজ, অ্যান্ড পোয়েমস'-এর কথাও বলেন এদিন। যা বিভিন্ন বিষয়ে কবিতার একটি সংগ্রহ। বই স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে, তিনি আশা প্রকাশ করেন যে 'মাস্টার অফ টাইম' পাঠকদের মধ্যে ত্রিপুরার ঐতিহ্যের প্রতি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এয়ারটেলকে ত্রিপুরায় অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে: প্রণজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: রাজ্যে একটি অত্যাধুনিক টায়ার-থ্রি ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য মেসার্স এনআইএক্সআই-সিএসসি ডাটা সার্ভিস লিমিটেডের সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছে। টেলি যোগাযোগ সংস্থা মেসার্স ভারতী এয়ারটেল লিমিটেডকে ত্রিপুরায় একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য লিচুবাগান এলাকায় ১ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সংস্থাটি ২০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করবে। এই ডেটা সেন্টার স্থাপিত হলে ২০০ জনেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে একটি বেসরকারি প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা জানান। বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের জনস্বার্থে আনা "দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা আইটি কোম্পানিগুলিকে রাজ্যে বিনিয়োগ সহ তাদের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করে রাজ্যে আইটি সেক্টরকে আরও সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এই সভা অনুরোধ জানাচ্ছে" শীর্ষক বেসরকারি প্রস্তাব উপর আলোচনা করতে গিয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, তাছাড়াও মেসার্স পিভিএম ইনভেনসিস প্রাইভেট লিমিটেড রাজ্যে টায়ার-ফোর ডেটা সেন্টার স্থাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। এই ডেটা সেন্টারে ১০০ জনেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এই বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

বিধানসভায় আলোচনা করতে গিয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় জানান, রাজ্যের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে ২০২১ সালে ত্রিপুরা ডেটা সেন্টার পলিসি ২০২১ ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডেটা সেন্টার শিল্পে আরও বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। তিনি জানান, ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস স্টার্টআপ স্কিমে ২৬টি স্টার্ট আপ ১ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা পেয়ে সফল স্টার্টআপ হয়ে উঠেছে। এই স্টার্টআপগুলিতে ১৩৫ জনেরও বেশি শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই ২৬টি স্টার্টআপ সহ মোট ১২৭টি স্টার্টআপ ডিপিআইআইটি-এর আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলিতে ৮০০ জনেরও বেশি যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি জানান, নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্কের আওতায় ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৫৫টি প্রজেক্টের আওতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : বিশ্রামগঞ্জ বাজারে প্রশাসনিক অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার সামগ্রী উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন দোকান থেকে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্রামগঞ্জ বাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে গ্রাহকদের কাছে। এমনই অভিযোগ ছিল। একাধিক দোকানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে একাধিক দোকানে অভিযান চালায় ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে খাদ্য দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। এই দিনে একাধিক দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রচুর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

পাশাপাশি একাধিক দোকানের বিরুদ্ধে জরিমানাও করা হয়েছে। সমস্ত গ্রাহকদের কোন জিনিস ক্রয় করার আগে তার মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে জিনিসপত্র ক্রয় করার আহ্বান জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

কমিউনিস্টরা রাজ্যকে কিভাবে বরবাদ করবে সেই চিন্তা করেছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: কমিউনিস্টরা শুধু ত্রিপুরাবাসীকে কিভাবে বরবাদ করবে, কিভাবে ত্রিপুরাকে লুট করবে সেই চিন্তা করেছে। ত্রিপুরার উন্নয়ন শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বিজেপি সরকারের দ্বারা। কমিউনিস্টরা কোন সময় ত্রিপুরাবাসীর উন্নতি চাইনি। তারা শুধুমাত্র অভিযোগ করে গেছে। তাদের একটাই অভিযোগ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে সাহায্য করছে না তাই তারা ত্রিপুরাবাসের উন্নয়ন করতে পারছে না। শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৩ নং ওয়ার্ডের গুণীজন সম্মাননা প্রদান এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরো বলেন, 'একটা সময় এই রাজ্যে তৃণমূল ও সরকার গঠন করার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গবাদিপশু বোঝাই দুটি গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ জানুয়ারি: কৈলাসহর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতেইসবপুর এলাকা থেকে গবাদিপশু বোঝাই দুটি গাড়ি আটক করেছে। বেআইনিভাবে ওই দুটি গাড়ি করে গরু বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কৈলাসহর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা ইসবপুর এলাকা থেকে দুটি গাড়ি সহ মোট ১৪টি গরু আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান যে, বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা উনাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে দুটি গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি গুলধারপুর হয়ে ইসবপুরের দিকে আসছে। তখন এসআই দেবব্রত শীল এবং এসআই পংকজ বর্মনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ইসবপুর এলাকায় ছুটে যায় এবং দুটি গাড়িকে আটক করে।

টিআর০২- এইচ-১৮৪৬ নম্বরের গাড়ি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি অপর গাড়িটি নম্বর বিহীন ছিল। এরপর পুলিশ গবাদি পশু বোঝাই এই দুটি গাড়িকে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে দুটি গরু বোঝাই গাড়ি। এবিষয় নিয়ে রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল সরকার, এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী কুনতলা সিনহা কৈলাসহর থানায় বৃহস্পতিবার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: ইট সলিং রাস্তার দাবিতে সরব হলেন টাকারজলা বিধানসভার ছয়গড়িয়া ভিলেজ কমিটির থেলাকুং বীর বাহাদুর পাড়া এলাকার গ্রামবাসীরা। ইটসলিং রাস্তার দাবি তুললেন গ্রামের শতশত জনজাতি। ঘটনাটি শুক্রবার সকালে টাকারজলা বিধানসভার ছয়গড়িয়া ভিলেজ কমিটির থেলাকুংবীর বাহাদুরপাড়া এলাকায়। এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিতে এখনো বসেনি ইট। এমনই অভিযোগ।

এই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, প্রত্যেককে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বহুবার গ্রামের জনজাতিরা ভিলেজ প্রশাসন এবং জম্পুইজলা ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যাতে করে তাদের পাড়ার রাস্তাটিতে ইট বসানো হয়।দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবিকে মান্যতা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামের জনজাতিরা শুক্রবার দিন সকালে একত্রিত হয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ব্রিক সলিং রাস্তার দাবি তুললেন। এলাকার বিধায়ক ও নাকি এই রাস্তাটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এমনটাই অভিযোগ গ্রামের মানুষের।

চালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : গতকাল রাতে এক গাড়ি চালকের মৃত্যু ঘিরে গাড়ী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সাব্রুম-আগরতলা জলেফা আমতলী ব্রিজের নিচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই গাড়ি চালকের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এটা খুন নাকি দুর্ঘটনা, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।আনুমানিক ১০:৫৮ মিনিটের দিকে সাব্রুমের দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল কর্মীরা এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রীতম দাস জানিয়েছেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার পর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তারা বুঝতে পারেন যে ব্যক্তিটি মৃত এবং মৃতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন না পাওয়া গেলেও তাঁর নাক ও কান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখেন তিনি।দমকল কর্মীদের থেকে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম রঞ্জিত দেবনাথ(৫০)। তাঁর বাড়ি পূর্ব জলেফা গ্রামে পঞ্চায়েত। তিনি পেশায় একজন গাড়ি চালক।সাব্রুম থানার এসআই জানিয়েছেন, এই মৃত্যুকে ঘিরে তদন্ত করা হবে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।